আভা।

'লহরী' রচয়িত্রী

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু প্রণীত

প্রথম সংস্করণ।

কুমিল্লা,
চাকলা রাধাকিশোর-যন্ত্রে শ্রীনীলাম্বর দত্ত কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১৩১১ সন।

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র।

ভূমিকা।

জনৈক কবি বলিয়াছেন,

"যে বিশ্বে তপন জ্বলে,
যে বিশ্বে চন্দ্রমা খেলে,
সে বিশ্বে কি জোনাকিরা
ঝিকিমিকি করে না ;
রবির কিরণ ছাড়ি,
মোমের দীপিতি ছাড়ি,
জোনাকি হেরিতে প্রাণ,
কভু কিহে চাহে না ?"

আভা রচয়িত্রীর পক্ষেও ইহাই বলিতে পারা যায় যে, যে বঙ্গ-সাহিত্য জগতে কবি রবি, নবীনচন্দ্র, দীপ্তি প্রদান করিতেছেন, তথায় আভার লেখিকা অন্ততঃ জোনাকিরূপে ঝিকিমিকি করিতে পারেন। পাঠকবর্গ, যাঁহারা জোনাকির প্রতিও কৃপাদৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা আভার আলোকে পরিতৃপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। আভা লেখিকার ইহাই প্রথম রচনা নহে ; বহু বৎসর গত হইল, তিনি "লহরী" নামে একখানা কবিতা পুস্তক রচনা করিয়াছেন ; সুতরাং সাহিত্য-জগতে তিনি একেবারে অপরিচিতা নহেন।

লেখিকার পিতা, শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন মিত্র, ত্রিপুরাধীপ স্বর্গীয় বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের সভা-কবি ছিলেন। ৺ বীরচন্দ্র, সাহিত্য জগতে সর্ব্বসাধারণের সুপরিচিত না হইলেও, প্রধান সাহিত্যসেবীদের নিকট বিশেষরূপে পরিচিত। তাঁহার কোন কোন কবিতা পাঠে কোন কোন প্রসিদ্ধ কবি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। অথচ, ৺ বীরচন্দ্র মাণিক্য, মদন বাবুর সঙ্গ-গুণে কবিত্ব-শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহাকে অনেকবার নিজ মুখে উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি। মদন বাবু এখনও জীবিত ; ত্রিপুরার বর্ত্তমান মহারাজ তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করেন ; রাজ-সংসার হইতে তিনি এক্ষণ অবসর-বৃত্তি পাইতেছেন। এহেন গুণীর কন্যা, আভা-রচয়িত্রী, পিতৃগুণে গুণবতী হইয়াছেন, ইহা তাঁহার কবিতাগুলিতে সরস ও চমৎকারভাবে

প্রকাশিত হইয়াছে। আমি সমালোচক নহি; পাঠকবর্গের উপর সে ভার অর্পিত রহিল। আমার নিকট লেখিকা সুপরিচিতা; তাঁহার পিতা মদন বাবু যেমন আমার শ্রদ্ধার পাত্র, লেখিকার স্বামী শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র বসু তেমনি আমার একজন বালাবন্ধু এবং একই মনিব ৺ বীরচন্দ্র মাণিক্যের সেবাব্রতে দীর্ঘকাল উভয়ে ব্রতী ছিলাম। যদিও কর্ম্ম উপলক্ষে অতুল বাবু এখন অন্যত্র অবস্থান করিতেছেন, তথাপি বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বর তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকেন। আজ আভাখানা শ্রীশ্রীযুত মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের কৃপায় পাঠকবর্গের নিকট প্রকাশিত হইল। বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে ত্রিপুরার নৃপতিগণ সততই মুক্ত হস্ত; বর্ত্তমান মহারাজও সে বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহেন। তাঁহার স্বাভাবিক উদার ও সদয় দৃষ্টিতেই আভা জন সমাজে প্রকাশিত হইল।

আভা লেখিকার পরিচয় আমি আর কি দিব? তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চ আদর্শ তাঁহার কবিতাতেই প্রতিফলিত হইয়াছে। আভার প্রায় সমস্ত কবিতাই গভীর-ভাবাত্মক অথচ সুখ-পাঠ্য। এরূপ উচ্চ অঙ্গের কবিতার বিষয়গুলি কঠিন হইলেও, লেখিকার গুণে তাহাদের ভিতর অপূর্ব্ব মধুরতার সঞ্চার হইয়াছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি সমালোচনের ভার গ্রহণ করি নাই। তবে, একথা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, পাঠক যদি রবির উজ্জ্বল কিরণ, চন্দ্রমার স্নিগ্ধতা, এবং খদ্যোতের ক্ষীণ অথচ মধুর ঝিকিমিকি আভার একত্র সমাবেশ দেখিতে চান, আভায় সত্য সত্যই তাহা পাইবেন। তবে, "ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ," সেজন্য ক্ষমা গুণের বশবর্ত্তি হইতে পাঠকবর্গ কুণ্ঠিত হইবেন না। বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডার যে ভাবে পূর্ণ হইতেছে, বিশেষতঃ এ সময় কবিতা পুস্তকের যেরূপ ছড়াছড়ি পড়িয়াছে, তাহাতে একজন বঙ্গ-মহিলার কবিতার প্রতি বঙ্গের পাঠকবর্গের একটা স্বাভাবিক অনুরাগ থাকাই বিশেষ আশার বিষয়।

আগরতলা,
১৩১৪ ত্রিপুরাব্দ। | শ্রীমহিমচন্দ্র দেব বর্ম্মা,
(প্রকাশক)

উৎসর্গ

পরমপূজ্যপাদ, স্বাধীন-ত্রিপুরেশ্বর,

শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা রাধাকিশোর দেববর্ম্মা
মাণিক্য বাহাদুর শ্রীশ্রীপাদপদ্মেষু।

দেব,

আপনার অনুগ্রহে, ততোধিক আপনার স্নেহে "আভা" জন-সমাজে প্রকাশিত হইল। এ অধিনীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আর কি আছে? আজ আভাকে মহারাজের শ্রীশ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ ও নিশ্চিন্ত হইলাম।

রাজানগর, বিক্রমপুর।
বঙ্গাব্দ ১৩১১ সন।

প্রণতা
শ্রীমতী কুমুদিনী বসু।

সূচী-পত্র

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।

আভা।

উষাময়ী।

প্রকৃতির কোলে আজিকে কেন রে,
উঠিছে হাসির ঢেউ,
হৃদয় তাহাতে কেন রে বিভোর,
সুধা'তে পারে কি কেউ ;
প্রাণের মাঝারে এ'ল উষাময়ী
মোহিনী কবিতা বালা,
অমিয় জোছনা ভাসায়ে মধুরে
জগত করিছে আলা ;
প্রতি দিন আসে উষা বিনোদিনী,
এলান কুন্তল রাশি,
প্রতি দিন বালা সাজি ফুল সাজে,
হাসে গো মধুর হাসি ;
প্রতি দিন এসে ঢালে রে রূপসী
রূপের তরঙ্গ কত,
আজিকার মত হৃদয়
হয় নাই উনমত্ত

নয়নের কোন্ আঁধারের আড়ে
ঝলসি গিয়াছে ধনী,
পরাণের মাঝে পশেনিত হা রে,
মধুর মূরতি খানি ;
কোন্ মন্ত্র তুই জানিস্ কবিতা,
জানিস্ কি ইন্দ্রজাল,
দিলি সরাইয়া মোহ-যবনিকা,
ঘুচায়ে তিমির-জাল ;
এ গগন মাঝে অপর অম্বর,
লুকান' তাহার শোভা,
খেলে শত রবি শত শশধর,
খেলে শত ক্ষণপ্রভা ;
শত বহ্নি-শিখা খেলে রে সেথায়,
বিরাজে অযুত ঘন,
ইন্দ্রিয় অতীত, জগত অতীত,
সুখময় নিকেতন ;
বাহির নয়নে নাহি দেখা যায়,
না শুনে শ্রবণ ধ্বনি,
না পাইয়া তায় ফিরে আসে মন,
অন্তরে প্রমাদ গণি ;
প্রতিবিম্ব তার পড়িয়া হেথায়,
গড়ে বিশ্ব মধুরিমা,
পড়িলে সে হাসি শশীর অধরে,
হেসে উঠে পূরণিমা।

অন্তর জগতে যদি না হাসে রে,
প্রেমের সে কলানিধি,
যদি সেথা নাহি চাঁদনী খেলে রে,
নাই, গায় পিক নিরবধি ;
যদি সেথা রবি না ঢালে কিরণ,
অরূপ সে রূপ জনম,
বিপদ গণিয়া অকূল পাথারে,
কাঁদিয়া উঠে রে প্রাণ ;
তবে রে হেথায় শুধু হাহাকার,
রোদন নিনাদ শুনি,
বাহির জগত কেবলি আঁধার,
কেঁদে ঘোরে শুক্র শনি ;
অসীম ব্রহ্মাণ্ড প্রতিচ্ছায়া যার,
যদি তারে ঢেকে রাখি,
ভেদি যবনিকা নিখিল সংসার
কেমনে হেরিবে আঁখি ?
বহু দিন পরে খুলিলি দুয়ার,
তুই গো কবিতা বালা,
বহু দিন পরে ঘুচিল আঁধার,
ঘুচিল প্রাণের জ্বালা ;
হেরিনু আজিকে বিশ্বের বয়ান,
যেন রে অচেনা লাগে,
ঘেরে এসে পাশে কোটী গ্রহ তারা
দাঁড়াইল অনুরাগে।

অচেনা নয়নে হে'রে যেন তারা
বিস্ময়ে করিছে গান,
শুনিছে সে সুরে মিলায়ে সকলে
আমার প্রাণের তান ;
হাস রে জগত্ মেলিয়ে নয়ন,
হাস তোরা কোটী স্বরে,
দাঁড়া লো কবিতা, উষাময়ী ধনী,
মোর এ প্রাণের'পরে ;
বহু দিন পরে ঘুমান সঙ্গীত,
জ্যোতি-হারা, প্রাণ-হারা,
দিব সখি, তোরে সে হীন কুসুম,
পরায়ে পাগল পারা ;
এই ধর মোর হৃদয়ের বীণা,
শোভাহীন—ছিন্ন তার,
ধীরে ধীরে বালা দিস্ রে ঝঙ্কার,
জীবন জুড়া'তে তার ;
সুখের এ হাসি, দুখের এ অশ্রু,
কুড়ায়ে লইয়ে বালা,
হৃদয়-বিহীন মানুষের মত,
করিস্ নে ছেলেখেলা ,
এ হৃদি-সাগর করিয়ে মন্থন
পড়ে যেই অশ্রুবারি,
পদতলে তারে দলিস্ নে কভু,
রাখিস্ পরাণে ভরি।

দাঁড়াও, দাঁড়াও ভুবন-মোহিনি,
বারেক দাঁড়াও সখি,
অনন্তের শোভা, অনন্তের আভা,
তোমার মাঝারে দেখি ;
যাহার লাগিয়া হিয়া তৃষাকুল,
বিবশ চাতক প্রায়,
ভুবন-মোহন সে মুখ-চন্দ্রমা
ও বদনে শোভা পায় ;
বারেক দাঁড়াও জগতেরে এনে
বাঁধি স্নেহ-আলিঙ্গন,
শিশুটির মত অসীম জগত,
জীবন জুড়ান ধন ;
একটি হৃদয় হইয়ে অযুত,
বিশাল সিন্ধুর মত,
আকাশ যুড়িয়া খেলিবে লইয়া
রবি শশী আছে যত ;
আয়, আয় বালা, ক্ষণেকের মত
হ'য়ে যা' মরমে লয়,
সুখে দুখে শোকে তোমারই সাথে
ঘুরিব পৃথিবীময় ;
থাক্ হেথা তুই, থাক্ উষাময়ি,
অমর হইয়ে দেবী,
অসীম তোমার সৌন্দর্য্য-সাগরে
ডুবিয়ে রহিবে কবি।

উষা।

শশি-তারা-কিরিটিনী,
লুকাইল নিশীথিনী,
আঁধারের অন্তরালে দাঁড়াইল উষাদেবী,
মেঘের আড়ালে থাকি,
আপনা রাখিছে ঢাকি,
ঈষত্ আভায় শোভে বিমল উজ্জল রবি ;
তড়িতের বার্ত্তাবহ প্রায়,
অলক্ষ্যে কি নীরব ভাষায়,
কি যেন গভীর মন্ত্র পরশিল ধরাতলে,
কি বা শোভা ভাবান্তরে ঘুমন্ত প্রকৃতি কোলে
আধ'ঘুম সচেতনে অপরূপ মধুরতা,
সুগভীর ভাবময়ী প্রাণময়ী গাহে গাথা ;
আনন্দরূপিণী বালা,
করুণার পুণ্যলীলা,
বারেক নামিয়া আয়, পবিত্র মূরতি দেবী,
উদার ললাট'পরে
রক্তিম জলদাক্ষরে,
'দুখ-নিশা অবসান' লিখিয়াছে মহা কবি ।
অক্ষয় ধামের দূতী মঙ্গল স্বরূপা ধনী,
বিতর ভকতি রস—সুধাধারা সঞ্জীবনী ;
মোহ অচেতন হিয়া জাগিয়া করিবে পান,
পাবন অরুণালোকে জাগিবে বিশ্বের প্রাণ ।

কবি।

১

অপরূপ লীলাময় এই
জগত নিলয়ে,
কে তুমি হে মহা কবি,
পড়িছ কবিতা তব,
অসীম ভাবের ঢেউ ল'য়ে ?

২

শুনে জীব জনম জনম
একটি আখর,
যুগ যুগ করি ধ্যান,
কেহ না বুঝিতে পারে,
কোন্ রাগে জাগে তার স্বর।

৩

প্রসারিয়া দিগন্তের বাহু,—
নিথর আকাশ,
গভীর প্রশান্ত যোগে,
কবিতার কোন্ গাথা,
নীরবে করিছে পরকাশ।

৪

পদতলে নীলাম্বু হৃদয়,—
উদার বিশাল,

আলিঙ্গিয়া মহা ব্যোম,
তুলিছে কেমন স্বর,
ধ্যানে মগ্ন যথা মহাকাল।

৫

অই জাগে প্রভাত তপন,
রাগময়ী উষা,
হাসে রে ললিত বেশে,
কুসুম কুন্তলা ধরা,
বিতরিয়া প্রাণময়ী ভাষা।

৬

মধুর মধুর রস ল'য়ে,
কি লিখিছ কবি,
কবিতার প্রতি তানে,
মদির তরঙ্গ খেলে,
প্রেমে ভাসে প্রকৃতির ছবি

৭

ছতরে ছতরে বাজে জ্ঞান,
পরম শকতি,
ধারণার অগোচর
কবিতা আখরে এক,
কোন্ স্বরে পরাণীর গতি!

৮

কি কুহকে চলে কোলাহলে
দু'দিনের প্রাণ,

কোথা হ'তে কোন্ রূপে
জানি না কেমনে রাজে,
পলকে কোথায় সমাধান !

৯

কি কবিতা যোগীর ধেয়ানে,
প্রশান্ত মূরতি,
বাসনার নিরবাণ,
পরমে মরম লীন,
পদে শান্ত সুধার জলধি !

১০

কি লিখিছ বৎসল নিলয়ে,
স্নেহের নিঝর—
পারশে প্রাণের শিশু,
জননী লইয়া বুকে
জুড়ায় তাপিত কলেবর !

১১

কি কবিতা লিখিছ হে কবি,
জন স্রোত'পরে,
প্রতি ললাটের তলে
করম-নিশান জাগে,
প্রতিবিম্ব মরতে বিহরে।

১২

কি কাহিনী দম্পতির প্রেমে
লিখিয়াছ কবি,

মধুরতা—মাদকতা,
বহিয়া চলিছে ধীরে,
জগতের সুধাময়ী ছবি।

১৩

কি ভারতী ভীষণ শ্মশানে
রাখিছ লিখিয়া,
গরব বিভব দহি,
বৈরাগ্য সমতা ল'য়ে
শ্মশান ঘুচায় মোহ মায়া।

১৪

বাহির নয়নে হেরে শুধু,
বাহির আকৃতি,
যবনী আড়ালে তার,
আছে রে লুকান' যাহা,
যোগ-আঁখি হেরে সে মূরতি।

১৫

এ জগত সমীপে তাহার
সূক্ষ্ম ইন্দ্রজাল,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময়,
শুধু ইন্দ্রজাল-লীলা,
কবিতা যুড়িয়া সুবিশাল।

১৬

ডুবে সেই কুহেলি-তরঙ্গে
আরো সূক্ষ্মতর,

অন্তর জগত হেরি,
গভীর রহস্যময়,
পুলকিত স্তবধ অন্তর।

১৭

অপরূপ সৌন্দর্য্যে সেথায়,
বিহরিছে কবি,
কি গভীর অনুরাগে,
কাব্যের অন্তরে জাগে,
প্রেমের গৌরবময়ী ছবি।

১৮

অনন্ত পূর্ণিমা সেথা রাজে,
বৈজয়ন্ত শোভা,
ফোটে রে মন্দার কত,
সৌরভ বহিয়া চলে,
অনন্ত জীবন ঢালে আভা।

১৯

মৃত্যু হেথা যেন রে অমৃত,
দুখ যে মঙ্গল,
বিষাদ শান্তির সেতু,
সকলি অমিয়ময়,
হেথা নর আনন্দে বিহ্বল।

২০

বিহরিছে অধিক উজল
প্রেমের উচ্ছ্বাস,

কণা কণা ল’য়ে তার,
বাহিরে বাহিরে ফিরে,
অন্তরেতে পূর্ণ পরকাশ।

২১

কবিতার আভাস বাহিরে,
গহা কাব্য মাঝে,
ভিতরে সমুদ্র সম,
উথলে ভাবের ঢেউ,
অপার সে মহিমা বিরাজে।

২২

নানা রূপে বিহরিছে কবি
অন্তর জগতে,
কভু রাজ-রাজেশ্বর,
মহিমার সিংহাসনে,
করুণা উছলি পড়ে পদে।

২৩

উড়াইয়া বিধান কেতন,
নিয়তি নিগড়ে,
জীবন মরণ কোলে
জগত রয়েছে বাঁধা,
সভয়ে দাঁড়ায়ে করযোড়ে।

২৪

কভু পিতা মঙ্গল মূরতি,
কখন জননী,

জগত লইয়া কোলে,
মুছাইয়া অশ্রুধারা,
সুধান সে স্নেহময়ী বাণী।

২৫

কভু কবি ভিখারীর বেশে,
পরাণীর দ্বারে,
বিভব জীবন প্রাণ,
বাসনা কামনা মান,
চাহিয়া চাহিয়া সদা ফিরে।

২৬

ভাসে সবে বিম্বের মতন,
দয়ার পাথারে,
বিষাদে আনন্দ রাশি,
মরুতে সলিল ধারা,
অসারেতে চেতনা সঞ্চারে।

২৭

কভু তিনি প্রিয়তম সখা,
নিত্য প্রেম-যোগে,
দরশ পরশ করি,
পরশ-মাণিক হেরি,
মত্ত জীব গুণাতীত রাগে।

২৮

অরূপ মোহন রূপ হেরি,
বহে আঁখি-ধারা,

*

অতল গভীর প্রেমে,
সাধক ডুবিয়া গেল,
পলকেতে আপনারে হারা।

২৯

শোন হে মায়াবী কবিবর,
এ কি তব মায়া,
কে তুমি জানি না কভু,
ডুবে যায় প্রেমে শুধু,
সংসার তপত এই হিয়া।

৩০

কবি গো, তোমারে আমি চাই,
নাহিক কামনা,
সংসারের নাহি তৃষা,
স্বরগের নাহি সাধ,
জীবনের তুমিই সাধনা।

পূজার উপহার।

১

অসীম মহান্ সিন্ধু মহাব্যোম পারাবার
পূর্ণ মহিমায়,
উদার গম্ভীর মূর্ত্তি স্তবধ যোগীন্দ্র যেন,
রত তপস্যায় ;
পূজিতে সে নীরনিধি পাষাণ মন্দির ভেদি
ক্ষুদ্র নিঝরিণী,
শত বাধা ঠেলি পায় দুর্জ্জয় বলেতে ধায়,
রণ-উন্মাদিনী ;
কোন্ প্রেম আকর্ষণে দৈববল তুচ্ছ প্রাণে ?
ল'য়ে প্রেমফুল,
জলধি কল্লোল-লীলা উল্লাসে আরাধে বালা,
মরমে আকুল !

২

কত যুগ যুগান্তর প্রেমানন্দে নিরন্তর,
পূজে উপহারে,
না চায় ফিরিয়া সিন্ধু মগ্ন মহাযোগ-ধ্যানে,
গৌরব ভাণ্ডারে ;
তটিনী কভু কি তায় উজানে ফিরিতে চায়,
গিরি-নিকেতনে ?

শুধু করি আত্ম দান কৃতার্থ সে ক্ষুদ্র প্রাণ,
ধন্য বলি মানে ;
পূজি প্রেমাস্পদ পদ পরিপূর্ণ মনোরথ,
নিষ্কাম হৃদয়,
পূত তপস্বিনী সাজে রচিছে মরত মাঝে,
স্বরগ-নিলয়।

৩

অতি দূর—দূরাকাশে উদিত সহস্র ভাসে
দীপ্ত দিনমণি,
সরসীর স্বচ্ছ নীরে পূজে তারে দীন হীনা
ফুল্ল কমলিনী ;
পূজিয়া আরাধ্য পতি আত্মানন্দে পূর্ণা সতী,
চরিতার্থ প্রাণ,
অকাম আনন্দময় না চাহে সে সাধনায়
কভু প্রতিদান ;
প্রভাময় ভাস্করের দারুণ প্রখর করে
নীরবে শুকায়,
প্রণমিয়া প্রেমাধারে তবুও আরাধে তারে
কমলিনী হায় !

৪

প্রেম ত পার্থিব নহে দুশ্চর এ তপস্যায়,
মোহশূন্য ফল,
দেবতার উপভোগ্য জীবের কৈবল্য দায়ী
শান্তি নিরমল ;

বিষয়ের অন্ধকারে দূরতম লক্ষ্য পথে,
যেন দীপ-শিখা,
দিক্ ভ্রান্ত পথিকের সমুজ্জ্বল ধ্রুবতারা,
অকূলের সখা ;
আকাঙ্ক্ষাবিহীন এই জীবন উদ্যান হ'তে
তুলি পুষ্পচয়,
যত দিন থাকি ভবে ও পদে অঞ্জলি দিব,
নিত্য সুখময়।

বংশীধ্বনি।

১

আজিকে প্রভাতে, মধুর সঙ্গীতে,
জাগিয়া উঠিছে প্রাণ,
নীরব নীরব বিজন কাননে,
প্রভাতি ভৈরব ভ্রমরা গুঞ্জনে,
মৃদুল মলয়-অনিল সিঞ্চনে,
বহিয়া আসিছে গান।

২

কি বা রাগময়ী, মহাভাবময়ী
মধুর বংশীর রব ;
ঘুমন্ত পরাণী অবনী ব্যাপিয়া,
অতীতের চিত্র বুকেতে লইয়া,

বিশ্ব চিত্রপট সমুখে রাখিয়া,
মায়া অচেতন সব।

৩

* কোন্ অমরার বাজিছে বাঁশরী,
সঘনে পশিছে কাণে,
তুলিছে কি ধ্বনি দ্যুলোক ভেদিয়া,
সৃষ্টির পাথারে উঠিছে বাজিয়া,
প্রতিধ্বনি নব চৈতন্য লইয়া
পশিছে মরত-বনে ?

৪

ডাকে ভগবান নিদ্রিত মানবে,
মোহন আহ্বান গানে,
কত দণ্ড পল বরষ যুড়িয়া,
অবসন্ন প্রাণ মোহ পরশিয়া,
সে বংশী নিস্বন নিভৃতে পশিয়া,
জাগাল জীবন দানে।

৫

প্রতি রন্ধ্রে শত ভারতীর বীণা
গুঞ্জরে গভীর তানে ;
রবি শশী তারা দিক্ হারাইয়া,
চরণের তলে পড়ে লোটাইয়া,
বিশ্বাতীত আভা উঠিছে ফুটিয়া,
অনন্ত মাধুরী প্রাণে।

৬

মধুর মধুর, সে মধুর রবে
বিবশ মানস মোর,
চলিছে ছুটিয়া উন্মাদ অন্তর,
মধু পান আশে যথা মধুকর,
পদ-অরবিন্দে ভকত নিকর,
মকরন্দ পানে ভোর !

শৈশব স্বপ্ন

১

অঙ্কিত সে অতীতের পট-আস্তরণে,
শৈশব স্বপন,
কেন রে যবনী তুলি সে ছবি দেখাও খুলি,
ফুরায়ে গিয়াছে সব জনমের তরে,
ধীরে অতি ধীরে ধীরে বীণার সে ছিন্ন তারে,
কেন গো তুলিছ সুর এ দগ্ধ অন্তরে !

২

সব যদি অবসান হায় রে আমার,
স্বপ্নের মতন,
জীবনের সুখ আশা, প্রাণের অপার তৃষা,
সংসার অর্ণবে এই অতলে মগন ;
কেন রে হৃদয় স্তরে সে রূপ বিরাজ করে,
বিগত ঘটনা কেন জাগিছে এমন !

আভা।

৩

মধুর প্রভাতে যবে অফুট মুকুল,
বল্লরীর কোলে,
বসন্তের পরশনে প্রফুল্ল সে নিরজনে,
কুহরি বসন্ত সখা কেন রে জাগায়;
হাসি উষা বিনোদিনী কুসুম কুন্তলা ধনী,
মধুর অরুণ রাগে মধুরে সাজায়।

৪

সহসা কালের ঝড় বহিল গগনে.
ভীম প্রভঞ্জন,
শ্যামল সে শোভাময় ভাঙিল পাদপচয়,
ছিন্ন ভিন্ন কিশলয় কুসুম-মঞ্জরী;
প্রবল সমীর ভরে দলগুলি পড়ে ঝ'রে,
ধূলায় সে প্রকৃতির সাধের কুমারী।

৫

কে গো ব'সে অন্তরালে এ ভগ্ন হৃদয়
গড়িছ আবার,
মৃতের সমাধি'পরি ঢালিতেছ সুধা-বারি,
সঞ্জীবন মন্ত্র বলে লভিছে চেতনা;
অপরূপ ইন্দ্রজালে বিষম শোকাশ্রু-জলে,
স্বরগ পীযূষ ধারা করিছ রচনা।

৬

এ কোন্ জগত ছবি বুঝিতে না পারি,
খুলিল সহসা,

কি অদ্ভুত সমুদয় ভাসিছে চৈতন্যময়,
প্রাণময় শত শত হাসিছে চন্দ্রমা ;
কি এক গভীর গান ভরিল বিশ্বের প্রাণ,
জীবন্ত সে স্বভাবের নাহিক উপমা।

৭

এই ত সে স্বপনের সুখময় ছবি,
পারশে আমার,
হাসে শান্তি সুহাসিনী বিশ্বজন বিমোহিনী,
ধরিয়াছে হাত খানি জগত জননী ;
নাহিক বিষাদ ছায়া বিদূরিত মোহ মায়া,
মহান্ উৎসবে সেই মগনা ধরণী।

৮

এস তবে এই খানে—থাক দাঁড়াইয়া,
যুগ যুগান্তর,
নয়ন ভরিয়া দেখি স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থাকি,
সপ্ত স্বরগের শোভা অবনী উপর ;
পুণ্য প্রেম পবিত্রতা আনন্দে বিরাজে হেথা,
হেরিব জগত-যন্ত্র-যন্ত্রী মনোহর।

আলো ও অন্ধকার।

১

গভীর গভীরতম আঁধার সাগর'পরে,
দেখা যায় অতি সূক্ষ্ম আলোকের এক রেখা ;
ছুটিছে অগণ্য আত্মা জ্যোতির রেখাটি ধ'রে,
অতি দূর—দূরান্তরে সমুজ্জ্বল যায় দেখা।

২

কভু ঘোর ঘন জাল আবরি রাখিছে তারে,
আকুল বিভ্রান্ত প্রাণী লক্ষ্যহারা, দিক্‌হারা ;
পুন হাসে মহাসিন্ধু সীমা হ'তে সীমান্তরে,
সংসারের পরপাড়ে প্রাণরূপী জ্যোতি-ধারা।

৩

তিমিরের স্রোত'পরি সে জ্যোতি আশ্রয় করি,
লভিছে জীবন সবে মৃত্যুর সমাধি'পরে ;
শত প্রতিকূল বাতে সে রশ্মি রেখাটি হেরি,
চলিয়াছি অবিশ্রান্ত সংসারের পারাবারে।

অমৃতধামের যাত্রী।

১

অক্ষয় অমৃতধামে প্রাণেশ আমার ;
শুনিয়াছি তাহার আহ্বান,
চলিতে সে শোভাময়, সুখময় পুরে,
আকুল ব্যাকুল মোর প্রাণ !

২

প্রভু মোর যত ছিল বিভব গৌরব,
নিজ হাতে লইল কাড়িয়া,
কঠিন আঘাতে যত মোহের বন্ধনী,
একে একে দিল রে ছিঁড়িয়া।

৩

হৃদয়ের তার যত ছিঁড়িল সকল,
প্রতি শিরা প্রত্যেক ধমনী,
ছিন্ন ভিন্ন মরমের শোণিত ধারায়,
আমারে সাজাল সন্ন্যাসিনী।

৪

এ বেশে দাঁড়ানু আমি সংসার প্রান্তরে,
দৃষ্টি মোর বিশাল বিমানে,
প্রভুর মধুর নাম বীণার সঙ্গীতে,
মিশিছে মধুর সমীরণে।

৫

সংগ্রাম বিরাম যত প্রভুর ইচ্ছায়,
ইচ্ছাময় তিনি নিরঞ্জন,
ধীরে ধীরে ঘনঘটা উদিল গগনে,
বহিল প্রবল প্রভঞ্জন।

৬

শান্তিময়ী প্রকৃতির এ কি রে লাঞ্ছনা,
ভাঙিল সে শ্যামল পাদপ,

স্বন্ স্বন্ ঘোর নাদে কাঁপিল মেদিনী
ছিন্ন ভিন্ন বল্লরী পল্লব।

৭

সঘনে বালুকা রাশি উড়িল গগনে,
আঁধারে ঢাকিল দিগন্তর,
কোথা রবি কোথা শশী কিছুই না হেরি,
কেবলি সে আঁধার সাগর।

৮

দৃষ্টি মোর নাহি চলে আসিছে মুদিয়া,
নাহি চলে চরণ আমার,
'হা নাথ, হা নাথ' বলি আকুল সংসারে,
প্রাণ শুধু করে হাহাকার।

৯

অবশ বিবশ তনু অতি দুরবল,
আর ত পারে না দাঁড়াইতে,
সংসারের প্রতিকূল এ ঘোর সংগ্রামে,
চরণ যে না পারে চলিতে।

১০

চারি দিকে শত শত ভাই বোন্ মোর,
প্রেম-পুণ্যে উদ্ভাসিত প্রাণ,
নেহারিছে সকাতরে জ্যোতির্ম্ময় মুখ,
শোকাকুল তৃষিত নয়ান।

১১

কোথায় আমার সেই জীবন-বল্লভ,
সহেনা তো বিচ্ছেদ বেদন,
অশ্রুজল-ধৌত এই ভগ্ন হৃদি মাঝে,
এস নাথ, জুড়াও জীবন!

১২

সহসা চকিতে সেই দিগন্ত ভেদিয়া,
শুনিনু কি সুগম্ভীর ধ্বনি,
শতেক তাড়িতালোকে ভাতিল জগত,
ছুটিল কি অমৃত-বাহিনী।

১৩

নাথের অভয় বাণী বহিল এ ভবে,—
"আমি আছি কি ভয় ভাবনা?
দাঁড়াও আমার নামে কিসের বিপদ,
কি আঁধার, কিসের লাঞ্ছনা।

১৪

"যাও মোর ইচ্ছাপথে আমার আজ্ঞায়,
কে বা তোর আবরিবে পথ,
কি শক্তি কাহার ভবে? মহাশক্তি আমি,
আমি তোর পরম সম্পদ।

১৫

"অনাথের নাথ আমি অগতির গতি,
সংসার পাথারে ধ্রুবতারা,

পথভ্রান্ত পথিকের আমি ত সরণী,
স্মরণে পাতকী দুখ হারা।”

১৬

আনন্দে ভাসিল হৃদি ঘুচিল ভাবনা,
ধিক্ ধিক্ অবিশ্বাসী প্রাণ,
স্মরি নিজ দুর্ব্বলতা সংসারের মাঝে,
লজ্জায় হইল ম্রিয়মাণ।

১৭

“এই আমি দাঁড়াইনু ল’য়ে তব জ্যোতি,
আর কারে নাহি করি ভয়,
শরীর হৃদয় আত্মা সকলি তোমার,
কর নাথ, যাহা ইচ্ছা হয়।

১৮

“এই আছে প্রাণ মোর লইতে তো পার,
যেথা ইচ্ছা রাখ এ সংসারে,
চলিব আদেশে তব তোমার বলেতে,
এ জগত কি করিতে পারে !”

ব্রহ্মমন্দির।

১

যুগ যুগান্তর এই অনন্ত জগত,
জনমিছে নিরন্তর যাহার সত্তায়,

যাহার আশ্রয় ল'য়ে জীবন জুড়ায়,
প্রলয়ে যাহার নাহি বিলীন কিয়ৎ।

২

মূঢ় মন, কোথা তার কর অন্বেষণ,
হের বিশ্বময় হর্ম্ম্য বিশ্ব-বিধাতার,
অনন্ত স্বরূপ তিনি সবার জীবন,
সর্ব্বত্র সে সিংহাসন বিহীন-বিকার।

৩

দিগন্ত তাহার গৃহ ভূতল গগন,
অতল জলধি কিবা দিবাকর শশী,
অগণ্য সে গ্রহ তারা অনল পবন,
সবারি অন্তরে তিনি রয়েছেন পশি।

৪

এই তো তাহার গৃহ মানব আত্মায়,
কেন দূরে—দূরে আর কর বিচরণ,
এই খানে সুখে বসি নেহারিবে তায়,
দেহ হ'তে সন্নিকটে তার নিকেতন।

দেবতা।

১

আমি যদি হইতাম পথের বালুকা,
চরণে সে যাইত পরশি,

সে যে গো দেবতা তার ছুঁইলে চরণ,
পলকে হ'তেম সোণা রাশি।

২

যদি গো হ'তেম আমি মৃদুল সমীর,
অনুক্ষণ থাকিতাম পাশে,
ক্ষুদ্র শিশুটির মত করিতাম খেলা,
রহিতাম মিশিয়া নিশ্বাসে।

৩

যদি গো হ'তেম আমি সুহাসিনী তারা,
নীলিমার নিথর অম্বরে,
মেলিয়া অযুত আঁখি মিটায়ে তিয়াস,
অনিমেষে দেখিতাম তারে।

৪

যদি গো হ'তেম আমি নীল কাদম্বিনী,
বরষিয়া সলিলের ধার,
ভকতির অশ্রুজলে পূজিতাম তারে,
হরষ রসেতে মাতোয়ার!

৫

দেবতা সে,—দীন হীন অতি তুচ্ছ আমি,
বৃথা এই জীবন অসার,
দিতে চাহি প্রাণফুল সে পদে অঞ্জলি,
এই সুখ সৌভাগ্য আমার।

পূজার কুসুম।

১

পূজার কুসুম তোরা বড়ই সাধের,
তোরা কি আনন্দরূপ সুর-নন্দনের ?
অমলতা কোমলতা,
এত কি আছে রে হেথা,
পবিত্রতা কোথা এত সংসার-বনের ;
পূজার কুসুম তোরা বড়ই সাধের।

২

পূজার কুসুম তোরা বড়ই সুন্দর,
ধূলির পরশ নাই ধরার উপর ;
কি ছার শারদ শশী,
বিমল চন্দ্রিকা রাশি,
কোথা প্রসূনের হাসি এত মনোহর ;
পূজার কুসুম তোরা বড়ই সুন্দর।

৩

পূজার কুসুম তোরা,—মরি কি মাধুরী,
কোন্ স্বরগের এই লাবণ্য লহরী ?
মথিয়া সৃষ্টির সিন্ধু,
কে রাখিল সুধাবিন্দু,
বিধাতার কি অপূর্ব্ব লীলার চাতুরী ;
পূজার কুসুম তোরা,—মরি কি মাধুরী !

পূজার কুসুম তোরা জীবন্ত প্রতিমা,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে এই না দেখি উপমা ;
পবিত্র মায়ের কোলে,
সপ্ত স্বর্গ শোভে খেলে,
অর্থ হীন অর্দ্ধ বোলে পূর্ণ মধুরিমা ;
পূজার কুসুম তোরা জীবন্ত প্রতিমা।

৫

পূজার কুসুম তোরা কি উজ্জ্বল মণি,
দেব অঙ্গ অলঙ্কারে উজলে অবনী ;
মাণিক মুকুতাচয়,
এত কি অমূল্য হয়,
কোন্ মহা রত্নাকর এ রত্নের খনি ;
পূজার কুসুম তোরা কি উজ্জ্বল মণি।

পূজার কুসুম তোরা পরশ-র
আয় রে, পরশি করি সফল জীবন ;
অসার অধম অতি,
এ মোর আয়স-হৃদি,
পরশিয়া হইবে কি হৈম-নিকেতন ;
পূজার কুসুম তোরা পরশ-রতন।

৭

দিব আমি এ কুসুম সে পদে অঞ্জলি,
প্রেম মকরন্দময় আনন্দের ডালি ;

ক্ষুদ্র অই বৃন্ত'পরে,
অমরতা শোভা করে,
শোক তাপ দুখ জ্বালা ক্ষণে যাই ভুলি,
দিব আমি এ কুসুম সে পদে অঞ্জলি।

ভিখারী প্রভু।

১

ভিখারীর বেশে প্রভু দাঁড়ায়ে হৃদয়-দ্বারে,
দাও, দাও ব'লে সবে ডাকেন মধুর স্বরে;
মহান্ সে জ্যোতির্ম্ময় রাজ-অধিরাজ যিনি,
মলিন মানব দ্বারে কাঙালের বেশে তিনি;
এ কি তাঁর প্রেম-লীলা মরতে অপূর্ব্ব খেলা,
সবিস্ময়ে নেহারিছে স্তবধে প্রকৃতি দেবী,
জীবের কুটির মাঝে প্রশান্ত মঙ্গল ছবি;
পুণ্যময় যোগেশ্বর মানবে কহিছে কথা,
অধম পাতকী জীব জানায় প্রাণের ব্যথা।

২

"তোরা জীব, লীলাবিন্দু ভবের আলয়ে মোর,
ছিন্ন ভিন্ন করি আমি মোহের বন্ধন ডোর;
দাও মোরে সব ঢালি আপনারে দাও বলি,
জাগ্রত স্বপ্নের মত জীবন যৌবন মান,
মুহূর্ত্তে চরণে মোর কর সব সম্প্রদান!"

"সংসার বিভব নাথ, আর কি রাখিছ বাকি,
দেখিছ হে প্রাণেশ্বর, প্রাণের অন্তরে থাকি ;
মহাপাপী কীট আমি পবিত্র স্বরূপ তুমি,
তন্ন তন্ন করি লও মরমের যত আশা,
কেড়ে লও, কেড়ে লও, যত কিছু আছে তৃষা !

৩

"রাখিছ জীবন-কণা সংসার প্রান্তর'পরে,
শ্যামল বিটপী ছায়া নেহারিছে এক ধারে ;
মৃদুল বাসন্তি বায় আনন্দে বহিয়া যায়,
প্রফুল্ল সৌরভময়ী মালতী মল্লিকা বেলি,
যুঁই চাঁপা গন্ধরাজ গোলাপ কমল কলি ;
পূজার কুসুম তারা বিতরে অমৃত-ধারা
শ্রীপদ পূজিতে তায় বড় ভাল লাগে মোর,
কি এক মাধুর্য্যে হিয়া মদির তরঙ্গে ভোর ;
বল্লরী পল্লব কত, ভ্রমর গুঞ্জরে শত,
গাহিছে বিহগবৃন্দ কোকিল কাকলি-ধ্বনি,
শ্রবণে পশিছে যেন অক্ষয়ধামের বাণী ;
শীতল ছায়ায় সেই একটু দিবে কি স্থান,
সেই তো কাননে বসি তোমারে করিব ধ্যান ;
গাইব তোমার নাম আর কিছু নাহি চাই,
দাও মোরে স্থান সেথা একটু দাঁড়াতে পাই।"

৪

"বিশাল অবনী তোর রহিয়াছে পদতলে,
উপরে অসীম ব্যোম মণ্ডিত জ্যোতিষ্কদলে ;

এই তোর আছে স্থান কর মোর নাম গান,
এই তো জগত-বৃন্তে ফুটেছে কুসুম কত,
পূজিবে আমারে যদি তুলে লও শত শত ;
দেখিছ যে ছায়া অই সুশীতল মন্মোহন,
অনন্ত ধামের তোর ওই সব আয়োজন ;
বলেছি সহস্র বার পৃথিবীর তরে নয়,
হা অবোধ, তবু কেন হেন তোর আশা হয় !

৫

"ইচ্ছায় না দিস্ যদি কাড়িয়া লইব জোরে,
কেমন ভিখারী আমি নিশ্চয় জানিবি পরে ;
ছিঁড়িবে ধমনী শিরা এমন আঘাত দিব,
রুধিরের স্রোত-ধারে ভাসায়ে তুলিয়া নিব।"
"আর কি কহিব নাথ, যাহা ইচ্ছা কর তুমি,
কিছু স্বাধীনতা নাই কীটের অধম আমি ;
চরণেতে দাও বল, মুছাও নয়ন-জল,
যথা ইচ্ছা রাখ তথা আমি তো তোমার নাথ,
ধ'রে লও ইচ্ছাময়, এ মোর বিবশ হাত।"

কল্পনা।

আয় আয়, নেমে আয়,
আয় রে আমার প্রাণের আলো,
হাসি হাসি মুখখানি তোর,
আহা কত দেখ্তে ভালো ;

৫

হৃদয়ের মাঝ খানেতে
 উষার হাসি টুকু নিয়ে,
গড়েছি রে আসন এক
 আঁধারের কান্না দিয়ে ;
হাসি কান্না সহোদরা,
 ব'সে আছে দুই ধারে,
কেহ বা বাজায় বীণা,
 কেহ তার টেনে ছিঁড়ে
দুই বোনেতে ব'সে ব'সে
 কর্‌ছে তারা কত খেলা,
কেহ ছিঁড়ে প্রাণের ফুল,
 কেহ তায় গাঁথ্‌ছে মালা ;
আয় রে বাছা, সোণার মেয়ে,
 দাঁড়া এসে মাঝ খানেতে,
ছোট দু'টি হাত বেড়িয়ে
 ধর্‌ গো তাদের দু'টি হাতে ;
তিন জনেতে মিলে মিলে
 করিস্‌ তোরা প্রেমের খেলা,
আকাশের কোলে মেয়ে,
 গাঁথিস্‌ তারকার মালা ;
চুপি চুপি যায় চাঁদ
 লুকাইয়া মেঘের কোলে,
টুক্‌রা টুক্‌রা করি তারে
 পরিস্‌ তোর এলো চুলে ;

গড়িস্ রে এক নূতন জগত,
　এ জগত যে ভাল নয়,
এখানে যে সব শুষ্ক,
　শুধুই মরু—মরুময় ;
সৃজিতে সে অদ্ভূত রাজ্য,
　আয় রে, আয় রে, অমরপরি,
সে জগতের সিংহাসনে
　হবি রে তুই রাজেশ্বরী ;
ধীরে ধীরে কোটি ধরা
　বিচরিবে খেলে খেলে,
গড়াগড়ি রবি শশী
　যাবে তোর চরণ-তলে ;
কোথা হ'তে এসেছিস্ রে,
　বল্ তোর মায়ের কথা,
জানেন বটে স্নেহময়ী
　মানুষের মর্ম্ম-ব্যথা ;
তাই কি তোরে ভালবেসে
　পাঠালেন এ প্রাণের তরে,
ফুল ফুটাতে শত শত
　কাঁটা গুলি দূর ক'রে ;
আয় রে মেয়ে, নবীন দেশে
　হৃদয় আমার চ'লে যাবে,
নিরাশার শিশুগুলি
　শুধু হেথা প'ড়ে রবে !

সুখ দুখ।

১

সুখের লাগিয়া ভ্রমে নিখিল পরাণী,
নাহি জানি ওহে সুখ, স্বরূপ তোমার ;
কভু কভু শিরে ধরি বিষধর ফণী,
ভাবে তারে সুখময় কুসুমের হার !

২

সুদূর প্রান্তরে দেখি কভু তরু ছায়া,
ভ্রান্ত তৃষাকুল পান্থ ধায় তার পানে ;
নেহারিয়া ধূলিপুঞ্জ মরীচিকা মায়া,
ফিরে আসে অবশেষে সজল নয়ানে।

৩

জীবন-উদ্যান মাঝে কভু বাঁধে ঘর,
শোনে কত মধুময় সুখের ঝঙ্কার ;
একটি অদৃশ্য হস্ত সবারি উপর,
পলকে ভাঙিয়া সব হয় চূরমার।

৪

সুখ দুখ নাহি চিনি জ্ঞানহীন মোরা,
দুখ মাঝে সমাহিত অসীম কল্যাণ ;
সুখ দুখ উভয় সমুদ্রে দিক্‌হারা,
হেরি কর্ণধার এক শকতি মহান্।

৫

সংসারে সুখের সেতু শুধু সে চরণ,
অর্পিলে আকাঙ্ক্ষা সব সে অভয় পদে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয় সুখ-প্রস্রবণ ;
লভে সে অপার সুখ সম্পদে বিপদে।

সাধ।

(উপহার।)

এখনো হৃদয়, পারিলি নে বুঝি
ছিঁড়িতে বন্ধন-ডোর,
কি এক ভাবেতে আছিস্ ঘুমায়ে,
কি এক নেশায় ভোর ;
অই চেয়ে দেখ্, জীবন-প্রভাত
আপনারে হ'য়ে হারা,
মধ্যাহ্ন গগনে পড়িছে ঢলিয়া,
রবির কিরণে সারা ;
গায় না সে পাখী উঠে না ঝঙ্কার,
ঘুচিছে উষার স্বর,
বহে না সে ধীরে প্রভাত সমীর,
এ মোর প্রাণের'পর ;
হৃদয় রে, কিছু শিখিলি নে তুই,
লইয়া ভবের ধূলা,
কেবলি গড়িস্ মাটীর পুতুল,
খেলিতে অসার খেলা ;
দেখিতে দেখিতে বালির এ বাঁধ,
সব ভেঙে চূরে যাবে,
নিরাশার শ্বাস দুখের সঙ্গীত,
শুধুই পড়িয়া রবে !

সুখ বলি যারে সাধের সংসার,
করে গো কণ্ঠের মণি,
কালফণী রূপে দারুণ দংশনে,
তুলিছে বিষাদ ধ্বনি ;
এ বড় রহস্য জগতের মাঝে
সুখেরে না চিনা যায়,
একটি কঠিন আবরণ দিয়া
সে রাখে লুকায়ে কায় ;
স্নেহ-প্রেম-উৎস প্রিয়ের বিয়োগ,
এ কভু নহে রে দুখ,
অনন্ত জীবনে অনন্ত মিলনে,
উপজে পরম সুখ ;
প্রকৃত যে দুখ পুণ্যের বিনাশ,
লইয়া সুখের ছায়া,
ভুলাইতে অন্ধ মানবের মন,
ঢাকিছে আপন কায়া ;
কেবল হেথায় সুখ রূপ ধরি
বহিছে দুখের ধারা,
ডুবিয়া ডুবিয়া তাহাতে মজিয়া,
মানব আপনা হারা ;
ভুলেছিস্ বুঝি হায় রে অবোধ,
পরম সুখের খনি,
হ'লো না এখনো গভীর তিয়াস,
লভিতে পরশমণি !

আজিও রে হেথা পারিলি নে তুই,
গাইতে প্রাণের গান,
আপনা ভুলিয়া জগতের তরে,
করিতে শোণিত দান ;
ওরে ছিঁড়ে ফেল্ ফেল্ দ্রুতগতি,
যে সুরে বেঁধেছ তার,
দূর হ'য়ে যা'ক্ সে সুখ-নিস্বন,
দুখময় নাম যার ;
দূরে ফেলে তার মায়া আবরণ,
তেয়াগি আঁধার কারা,
উঠিবে আপনি উথলি উথলি,
অনন্ত সুখের ধারা ;
নীরবে আমরা গাইব সঙ্গীত,
বসিয়া তাহার পাশে,
প্রকৃতির কাণে পশিবে না স্বর,
পরাণে রহিবে মিশে ;
বিন্দু বিন্দু করি বসুধার কোলে,
পড়িবে রুধির-ধার,
দিতে সাধ যায় জগতের পায়,
গাঁথিয়া তাহার হার ;
হৃদয় আমার, দীন হীন তুই,
কেন রে ভাবিস্ আর,
দেখিতে দেখিতে ঘুচে যাবে সব
অসীম প্রাণের ভার।

ওরে এ জগত, সোণার জগত,
কি আছে বাসনা তোর,
বড় সাধ যায় অশনির বলে,
ঘুচাতে বন্ধন-ডোর ;
দেবি গো করুণাময়ী মোর,
তুই সকলি জানিস্ ভবে,
কি ভাবনা ভরে ক্ষুদ্র এই প্রাণ,
কোথায় ভাসিয়া যাবে ;
জীবনের স্রোতে অসীম উদ্দেশে
হেরিতে সে ধ্রুবতারা,
ঘুরিতে ঘুরিতে কালের আঘাতে
হ'য়ে যাই দিশা হারা ;
এই কোলে তোর পড়িনু ঢলিয়া,
আর না হারাব পথ,
এই বার বুঝি হায় মা আমার,
পূরিবে গো মনোরথ ;
কি ভয়, কি ভয়, জননী গো মোর,
ছিঁড়িতে প্রাণের তার,
বড় সাধ তোর অভয় চরণে
দিতে এই উপহার ।

তুমি কি আমার ?

১

স্বপ্নময় মোহময় বিভ্রান্ত বিশ্বের মাঝে,
বল দেখি তুমি কি আমার ?
এ সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে পরিশ্রান্ত এ হৃদয়,
তুমি কি গো স্থান জুড়াবার ;
দুখের কঠোরাঘাতে ঝরে যবে অশ্রুবারি,
ভূমিতলে কাঁদে সে লুটিয়া,
চরণে যাবে না দলি এক বিন্দু অশ্রুকণা,
তুমি তারে লইবে তুলিয়া ?

২

কক্ষভ্রষ্ট গ্রহ সম উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ প্রাণ,
ভ্রমে যদি হারায়ে সরণি,
জগত-ঘৃণার বিষে দহে যবে নিদারুণ,
শত শেলে বিঁধিছে পরাণি ;
মরমের শান্ত বাসে দিবে কি তাহারে স্থান,
জুড়াইবে উত্তপ্ত জীবন,
কোমল স্নেহের স্বরে তারে কি লইবে ডাকি,
আপনার বলিয়া তখন ?

৩

পড়িলে প্রাণের'পরে বিষাদ মেঘের ছায়া,
মুখ দেখি বুঝিবে আপনি,
হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি কোন্ সুরে বাজে সেথা,
নীরবে শুনিবে প্রতিধ্বনি;
ভীষণ মরুর মাঝে ঘুরি যবে হাহা করি,
হবে শুষ্ক তৃষাতুর হিয়া,
প্রেমের নির্ঝর হ'তে ল'য়ে সুশীতল বারি,
বাঁচাইবে আদরে সিঞ্চিয়া ?

৪

বিষয়-গহনবনে কুশাঙ্কুরে ক্ষত পদ,
যবে মোর অবসন্ন কায়,
না যাবে ফেলিয়া মোরে ধরি লবে হাত খানি,
নিতান্তই যবে নিরুপায় ;
শত শত অপরাধ অবিশ্রান্ত করি আমি,
ক্ষমা কি পাইব তব পাশে,
যতনে স্নেহের কোলে তুমি কি তুলিয়া লবে,
আশ্বাসিবে সুমধুর ভাষে ?

৫

জীবনের গুপ্ত গেহে যত গুলি আছে গাথা,
যত কিছু আঁকা আছে ছবি,
সংগ্রাম বিরাম যত উগ্রচণ্ডা প্রকৃতির,
স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়াছে কবি ;

সেই মহাকাব্য হ'তে   প্রত্যেক অক্ষর ল'য়ে
পারিব কি দেখাতে তোমায়,
দুখময় রাগময়   চির-তাপ-ব্যাকুলিত,
গ্রহণ করিবে তারে হায়।

৬

অন্তস্তল ভেদ করি   যে ভাব বাহিরে আসে,
করিবে না খেলার পুতুল,
পাছে তারে অনাদরে   তুচ্ছ করি ফেলে দাও,
ভয়ে প্রাণ বড়ই ব্যাকুল;
যখন যে দিকে চাই   এ জগতে কেহ নাই,
বল দেখি তুমি কি আমার,
এস তবে, এস এস,   আনন্দে মিশিয়া যাই,
জীবনে জীবনে একাকার।

৭

কেন বা কাঁদিব আমি   দূর হ'ক অবসাদ,
দু-দিনের এই পান্থ ধাম,
পবিত্র স্বরূপ যিনি   দাঁড়াইয়া মাঝ খানে,
পুলকে গাইব সেই নাম;
কিসের বিষাদ আর,   প্রেমেতে জগত পূর্ণ,
চেতন পাইয়া গ্রহ তারা,
মহামন্ত্র অবিশ্রান্ত   করিছে ঘোষণা সবে,
পান করি অমৃতের ধারা।

৮

সে কণ্ঠে মিলায়ে তান   করিব তাহারি ধ্যান,
জীবন কি ছেলেখেলা তরে,
দুশ্চর তপস্যা সম   মোদের জীবন হ'ক,
নিয়ন্ত্রিত সাধনা নিগড়ে ;
সমর্পিয়া প্রাণ মন   প্রভুর চরণ তলে,
প্রেমমূর্ত্তি নিরখিব তার,
এস তবে এক স্বরে   গাইব অক্ষয়-গীত,
সত্য সত্য তুমি কি আমার ?

স্নেহময়ী।

(খুকী মা।)

১

মা আমার স্নেহময়ি, আয় তোরে করি কোলে,
আয় তোরে বুকে রাখি ভাসিব নয়ন-জলে ;
কোথা রাখি, কোথা রাখি, খুঁজিয়া না পাই ঠাঁই,
কি এক সমুদ্র মাঝে অলক্ষ্যে ডুবিয়া যাই ;
প্রবাসীর সুখের স্বপন,
শরতের জোছনা মতন,
মা তুই হিয়ার আলো আমার বুকের কাছে,
বসন্তের উষা যথা ঘুমন্ত ধরার মাঝে।

জেগে উঠে প্রাণ মোর প্রসূনমঞ্জরী ফোটে,
ঢালে মধু মধুবন্ধু মলয় হিল্লোল ছোটে ;
মাধবী কুসুমস্তরে　　বসায়ে রেখেছি তোরে,
হৃদয় কাননে তুই আনন্দে করিস্ খেলা,
ত্রিদিবের বুঝি তুই শান্তি-স্বরূপিণী বালা।

২

হেথা হোথা প'ড়ে আছে আমার প্রাণের গান,
ভেঙেছে বীণাটি মোর হারায়ে গিয়েছে তান ;
গান গুলি কুড়াইয়া　　অশ্রুজলে মিশাইয়া,
আয় রে গাঁথিয়া হার পরাই গলায় তোর,
দেখি অই মুখ খানি ভাবেতে হইয়ে ভোর !
স্বপ্নময়ী স্নেহময়ি, মা আমার কাছে আয়,
অতি শ্রান্ত হিয়া মোর কত যে বিরাম পায় ;
এ রূপে সে রূপ দেখি　　আত্মহারা হ'য়ে থাকি,
মা তোর মুখের'পরে বিশ্বজননীর আভা,
আয় আয়, কাছে আয়, আহা কি অপূর্ব্ব শোভা ;
কাছে কিবা থাকি দূরে　　কি এক বন্ধন-ডোরে
হৃদয়ে আছিস্ বাঁধা তিলেক বিচ্ছেদ নাই,
জড়ের অতীত তাহে অমৃত দেখিতে পাই।

সুন্দর।

কি সুন্দর নীলাম্বরে শারদ চন্দ্রমা,
সুন্দর চন্দ্রিকা বালা দিগন্তরে করে খেলা,
সুন্দর সে চন্দ্র-করে নীলাম্বু নীলিমা।

কি সুন্দর আকাশের গায়,
নীল চন্দ্রাতপ তলে যেন দীপাবলী জ্বলে,
অযুত নক্ষত্র হাসে রজত প্রভায়।

কি সুন্দর চঞ্চলা দামিনী,
শ্যামল নীরদ কোলে পলকে ছুটিয়া চলে,
ক্ষণে ক্ষণে লুকাইয়া হাসে বিনোদিনী।

প্রতিবিম্বে অম্বর পরশি,
রজত কৌমুদীময়ী সুন্দর সরসী ;
সুন্দর সে স্বচ্ছ জলে কুমুদ হিল্লোলে দোলে,
নিষ্কাম যোগীনী রূপে চন্দ্রমা প্রেয়সী ;
প্রকৃতির শত মূর্ত্তি শত ভাবে পায় স্ফূর্ত্তি,
মদির তরঙ্গ পিয়ে বিভোর পাগল পারা,
আনন্দে ভাবুক প্রাণ ডুবে তাহে আত্মহারা ;
বল্ দেখি প্রকৃতি সজনি,
কোন্ রূপে তুই বিমোহিনী ?
সুন্দর সুন্দরতম মধুর মধুর অতি,
লভিয়া সুন্দর কবে হবে রে পাগল হৃদি।

ভয়।

যবে শুনি ভয়ঙ্কর প্রলয় নিশ্বাস,
উনমত্ত প্রভঞ্জন ভীম বলে করে রণ,
রুদ্ররূপে চরাচর যেন রে প্রকাশ ;
কম্পিত মেদিনী নভ উত্থিত ভৈরব রব,
লণ্ড ভণ্ড প্রকৃতির প্রশান্ত ভাণ্ডার,
সঘনে বিদ্যুৎ হানে মুহুর্মুহু ভূকম্পনে,
ভাঙ্গে শৃঙ্গ জীবকুলে আতঙ্ক অপার ;
শোন সখি, আমার হৃদয়,
সে ভয়ে কম্পিত কভু নয়।

আমি ত না করি ভয় সমুদ্র গর্জ্জন,
গিরি সম উর্ম্মিমালা কালান্তকরূপী খেলা,
গ্রাসিতে অবনী যেন করে আয়োজন ;
লোক নিন্দা অবিচার জগতের অত্যাচার,
দারুণ ঘৃণার বিষে দহিছে ভীষণ,
হোক্ শত বজ্রাঘাত কিবা শত পদাঘাত,
ভয় কি তাহাতে ভবে দাসীর ভূষণ ;
সখার বিমল অনুরাগে,
মৃত্যু ত অমৃত সম লাগে ;
করাল কৃতান্ত গ্রাস তাহে মোর নহে ত্রাস,
কি ভয় মরণে যদি থাকে তার নাম,
কি ভয় সংসারে যদি সেথায় বিশ্রাম ?

কিন্তু গো হৃদয়ে আছে একটি বিষম ভয়,
নাথের চরণে মোর পাছে অপরাধ হয়।

চিহ্নিত।

১

কে তোমরা স্বভাবের শিশু,
অপরূপ কি মধুর খেলা,
সংসারের নিসর্গ-উদ্যানে,
করিছ কি সুখময় লীলা।

২

নিরখিয়া পলকের তরে,
ভুলে যাই বিষাদের গান,
অতি ধীরে ধীরে যেন জাগে,
মৃত দেহে অভিনব প্রাণ।

৩

দেহ দিব্য প্রতিভা মণ্ডিত,
বাহিরায় স্বরগীয় জ্যোতি,
অন্ধকার পলায় তরাসে,
যেথা সমুদিত দিনপতি।

৪

পরশনে প্রফুল্ল মঞ্জরী;
ঝঙ্কারিয়া ভৃঙ্গ গায় গীত,

অকালে কি আইল বসন্ত,
পিকবধূ ধ্বনি সুললিত।

৫

ভালে কার করাঙ্কিত রেখা,
স্বর্ণাক্ষরে কি আছে লিখিত,
মধুময় বিমল মূরতি,
কহ কার পদাঙ্ক চিহ্নিত।

৬

চলে জীব অযুত অযুত
চিহ্ন দেখে বেছে লই মোরা,
অকূল এ জন-কোলাহলে,
কদাপি তোমরা নও হারা।

৭

ভাষা মোরা বুঝিনা ক ভাল,
নহে শিক্ষা এই শিক্ষাগারে,
তোমরা হে কাহার চিহ্নিত,
বিচরিছ এ মরতপুরে ?

ঝিল্লীরব।

ললিত পঞ্চম রাগে কে তোরা গাহিস্ গান,
কি সুখ পরশে মোর জাগিয়া উঠিছে প্রাণ ;

রাগময়ী উষা যথা জাগায় বিহগ কুলে,
যেমতি জীবন জাগে বিবেকের মন্ত্র বলে ;
লুকাইয়া দুখ যথা হৃদয়ে তোলে রে ধ্বনি,
নীরবে দুঃসহ জ্বালা সুধায় বিষাদ বাণী ;
লুকাইয়া থাকে কিন্তু লুকান না যায় স্বর,
ধীরে ধীরে ছায়া তার ছড়ায় অবনী'পর ;
পাতায় শরীর ঢাকি তেমতি কিন্নরী তোরা,
কি রাগে বিভোর হ'য়ে ঢালিস্ সঙ্গীত ধারা ;
প্রহেলিকা আশাময়ী প্রবাসী স্বপ্নের ছবি,
অন্তরালে বসি তারে আঁকিস্ কে তোরা কবি ;
হৃদয়ের ছিন্ন বীণা হারায়ে ফেলিছে তান,
তাই কি গাহিস্ তোরা শিখাইতে পরিত্রাণ।

ভক্তি।

১

কত যুগ যুগ যোগী সাধনা কাননে,
আশা নেত্রে সুগম্ভীরে,
নেহারিলা ধীরে ধীরে,
সাবহিতে সাধনার শত নিকেতন,
ঘোরতর তপস্যায়,
মিলিল না হায়, হায়,
দেবের বাঞ্ছিত সেই পরম রতন।

২

উপনীত ধীরে এক পবিত্র আশ্রমে,
ব্রহ্ম-কৃপা নামে দেবী,
কি বা জ্যোতির্ম্ময়ী ছবি,
করে মৃদু সুললিত সুর বীণা ধ্বনি,
জগত তারিতে সতী,
গাইছে মঙ্গল গীতি,
আহ্বানি পথিকবৃন্দে ভুবন মোহিনী

৩

গাইলা করুণাময়ী সুমধুর স্বরে,
ওহে ধীর পান্থ যত,
হবে পূর্ণ মনোরথ,
কৈবল্য দায়িনী লহ ভক্তির শরণ;

লভি নব ঘন ধারা,
শীতল তপত ধরা,
তেমতি ভকতি লভি শীতল জীবন।

৪

ব্যাকুল গভীরতম অনুরাগময়ী—
কাম স্পর্শ হীন শোভা,
ভক্তির অরূপ আভা,
ক্ষণিক প্রবাহে যার উজল অবনী,
প্রভুপদ অরবিন্দে,
জনমি পরমানন্দে,
পাবন হিল্লোলে খেলে প্রেম-হিল্লোলিনী।

৫

প্রভুর কৃপায় হয় ভক্তির প্রকাশ,
প্রভুর করুণা বিনে,
যোগ তপ আরাধনে,
কদাপি ভকতি নাহি দেন দরশন ;
ইচ্ছাময় ভগবান,
ইচ্ছা মত তার দান,
সে ইচ্ছায় ক্ষুদ্র ইচ্ছা কর অরপণ।

৬

প্রভুর কৃপার তরে আকুল প্রার্থনা,
এই ত পরম মন্ত্র,
আগম পুরাণ তন্ত্র,
এ মন্ত্রের তুলনায় সব অকারণ,

প্রার্থনা দারুণ তৃষা,
চকোরের যথা আশা,
সুধাংশুর সুধাবিন্দু লাভের কারণ।

৭

কিংবা যথা চাতকের তৃষিত নয়ন,
ঊর্দ্ধে জলধর পানে,
নীরব প্রার্থনা প্রাণে,
তেমতি গভীর তৃষ্ণা নাথের প্রার্থনা,
হৃদয় নিভৃত তটে,
অনন্ত ভেদিয়া ছোটে,
ভাষাশূন্য ভাবে শুধু পাসরে আপনা।

৮

কৃপার তরণী বিনা কে পারে তরিতে,
পবিত্র তপস্যা বলে,
ভবার্ণব উপকূলে,
দাঁড়াইতে মানবের হয় ত শকতি ;
আত্মবল ভর করি,
কেমনে তরিবে বারি,
আপনি কাণ্ডারী তিনি অগতির গতি।

৯

বহু শ্রমে চষি ধরা কৃষক নিচয়,
বীজ রোপি সযতনে,
চাহে নীরদের পানে,
যথা নীল নভতলে করয়ে ভ্রমণ,

প্রকৃতির লীলা কুঞ্জ
স্বভাব বিভবে ভরা।

২২

পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী
যে দেশে রমণী বেশে,
স্বর্গের মন্দার যেন
গোপনে ফুটিয়া হাসে।

২৩

সরলা অবলা বালা
সাধ্বী সতী পতি প্রাণ,
যে দেশের গৃহে গৃহে
বিতরে অমৃত কণা।

২৪

যে দেশে বিধবা নারী
নিষ্কাম করুণা ছবি,
কি পবিত্র দেবজ্যোতি
যেন অবতীর্ণা দেবী।

২৫

সাধে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত
দুশ্চর তপস্যা কিবা,
পরার্থে নির্ম্মল স্নেহ
কি নিস্বার্থ পর সেবা।

২৬

যে দেশে বৈরাগী যোগী
নির্জ্জন কন্দরে কত,
নিমগ্ন কঠোর তপে
ধ্যান যোগে সমাহিত।

২৭

সে দেশের দুখে মম
নয়নে সলিল ঝরে,
নীরবে দহিছে হৃদি
অসীম যাতনা ভরে।

২৮

সে দেশের পদ তলে
প্রণমি সহস্র বার,
ধন্য সে জনম ভূমি
আমি যার মা আমার।

রমণীর আশা।

১

কেন গো, বিধাতা তোরে গড়িল এমন বল্‌
পদে পদে অবসাদ চরণে নাইক বল,
মরমে বাসনা কত ফোটে,
আপনাতে আপনিই টুটে,
নদী যথা শিলা কারাগারে ;

নিভৃত নিলয়ে সেই ভাবের তরঙ্গ কত,
জাগিয়া নীরবে লীন হইতেছে অবিরত।

২

অতি ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্রু কণা,
আছিস্ লুকায়ে ল'য়ে নীরবের এ বেদনা,
নীরবে জীবন দল ঝরে,
পলে পলে যায় বুঝি ম'রে,
কত শঙ্কা কত ভয় রাশি ;
একটু কহিতে কথা একটু মেলিতে আঁখি,
যেন কত পরমাদ রাখিছ আপনা ঢাকি।

৩

সাধ যায় ব'সে যত মহোদর পদতলে,
জীবন সঙ্গীত তান শিখিবি আপনা ভুলে,
তাদের সে মহা গান ল'য়ে,
বিচরিবি প্রতিধ্বনি হ'য়ে,
স্বরগীয় মহাসূত্র দিয়া,
তাঁদের চরণে বাঁধি অতি শ্রান্ত হিয়া তোর,
তুলিবি একই স্বর অসীম আনন্দে ভোর।

৪

অতি উচ্চ প্রাণের সে কখন যদিও ভ্রমে,
আধ করুণার দিঠি পড়ে এই নিম্ন ভূমে,
দারুণ তাচ্ছল্যে ফেরে,
বড় ক্লান্তি যেন তোরে হেরে,
যেন তুই কেহ নোস্ তাঁর ;

একই শোণিতে জন্ম সকলি প্রাণের ভাই,
জীবন প্রান্তরে তবু কেহ নাই, কেহ নাই।

৫

অতি দীন হীন ব'লে যদি কারো স্মৃতি জাগে,
একটু দয়ার রেখা উষার লোহিত রাগে,
প্রহর বেলায় কভু আর,
নাহি হেরি চিহ্ন মাত্র তার,
যদি জাগে একটি নিস্বন,
হরে ভাবহীন ভাষা সুদূরের প্রতিধ্বনি,
কত যুগ গত তোরে, কে চাহিবে অভাগিনী ?

৬

সাধ যায় প্রাণ খুলে বারেক গাহিবি গান,
অনিলের প্রতিঘাতে লুটিয়া পড়িছে তান,
জীবনের শত হাহাকার,
পলেক শ্রবণে পশে কার,
কত উচ্চ আশার লহরী ;
গোপন মরম তলে শোকের দুখের গীতি,
কোন্ জীবনের পটে প্রতিধ্বনি নিরবধি ?

৭

কে আছে এমন তোর হাত খানি লবে ধরে,
মুছায়ে নয়ন ধারা বসাইবে এক ধারে,
আপনার জ্যোতি রাশি হ'তে,
একটু জ্যোতির কণা দিতে,
একটুকু ঘুচাতে আঁধার ,

কেহ নাই এ মরতে জাগিবে যাহার প্রাণ,
আপনা পাসরি তোরে শিখাবে মহান্ গান

৮

থাক্ তবে থাক্ তুই নাই বা চাহিল কেহ,
লইয়া আপন যশ থাক্ তারা অহরহ,
তোর এই অশ্রু ধারা গুলি,
চরণেতে থাক্ সবে দলি,
দারুণ ঘৃণায় ঢালি বিষ,
দহুক হৃদয় তোর দণ্ড দণ্ড পলে পলে,
বাঁধুক চরণ তোর কঠোর শৃঙ্খল জালে।

৯

আছে হেন দয়াসিন্ধু যাঁর প্রেম-পারাবার,
ভাসায়ে জগৎ তব ছুটিতেছে অনিবার,
তোর এই বিষাদ সঙ্গীত,
পদে তাঁর হবে উপনীত,
স্নেহময়ী জননীর মত,
তুলিয়া লইবে কোলে মুছাইয়া অশ্রুধারা,
ভাসিবে আনন্দ নীরে জীবন আপনা হারা।

বঙ্গবধূ।

১

তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে তব রচিত আসন,
জ্ঞান-সূর্য্য প্রভালভি জ্যোতির্ম্ময় তুমি

পৃথিবীর নিম্ন স্তরে ক্ষুদ্র এ অঙ্গন,
সিকতে গঠিত গৃহ ধূলি পূর্ণ আমি

২

সূক্ষ্ম দিব্য দৃষ্টি তব সীমাশূন্য ধ্যানে,
গাইতে পুলক তব বিভুগুণ গাথা,
আত্মানন্দে পূর্ণ তুমি প্রেম-রস পানে,
স্বপন আমার কাছে সাধনের কথা।

৩

স্বদেশের দুখে তব ঝরে দু-নয়ন,
পর সেবা প্রিয় কার্য্যে শ্রম দিবা নিশি,
জীবের মঙ্গলে তব অর্পিত জীবন,
কিছুই জানি না আমি তিমির নিবাসী।

৪

আরোহিয়া মায়াময় বিজ্ঞানের রথে,
হৃদয় তোমার কভু করে বিচরণ,
ভ্রমিছে বিমান মার্গে জ্যোতিষ্কের সাথে,
নিসর্গ মাধুরী রঙ্গে রঞ্জিত নয়ন।

৫

যেথায় সাগর গর্ব্বে ভীম দরশন,
অকূল অতলস্পর্শ বিপদ সঙ্কুল,
উত্তাল নীলোর্ম্মি পূর্ণ ঘোর গরজন,
ভ্রমিছ সেথায় কভু হ'য়ে প্রেমাকুল

৬

আঁখি মম জ্ঞান অন্ধ বিহীন শকতি,
লতিকার মত আমি ভূতলে পতিত,
কেমনে তোমার রাজ্যে করিব হে গতি,
সঘনে বহিছে বায়ু সভয়ে কম্পিত।

৭

কি দুখ বিষাদ তব কিছুই জানি না,
জানিবার ক্ষুদ্র হৃদে কোথা অধিকার,
কেমনে করিব আমি তোমার সান্ত্বনা,
আলোর সহিত কিসে মিশে অন্ধকার।

জন্মভূমি।

১

প্রেমে তব ভাসে এ জীবন,
অনুরাগ নিতিই নূতন,
নব নব ভাবে,
অনন্ত সৌন্দর্য্য এই,
কদাপি না হয় ম্লান,
কভু নাহি পূরে তৃষা
যুগ যুগ করি পান।

২

এত শান্তি কোথা আর নাই,
ভূতলে খুঁজিয়া নাহি পাই,
বসি তব কোলে,
মনে হয় কোটি স্বর্গ,
ভাসে হেথা অবিরাম,
কোথা সে নন্দন বন,
অলকা অলোক ধাম।

৩

প্রকৃতির মহান্ ভুবন,
আছে তব নিয়ত পূরণ,
বিহগের তান,
অতুল নীরদ তনু,
স্বর্ণ শস্য মনোলোভা,
বল্লরী পল্লব ফুলে,
শ্যামল তরুর শোভা।

৪

কিন্তু তব হৃদয়ে শ্মশান,
অচেতন ঘুমায় সন্তান,
পাপের অনলে
জ্বলিছে অন্তর, ঢাকা
বাহিরের আবরণে,
বাহিরে কৃত্রিম সাজ,
অসীম যাতনা প্রাণে।

৫

তুষানল মরম নিলয়ে
কত কাল রহিবে লুকায়ে
ঘোরতর বেশে,
সহসা উঠিবে জ্বলি,
কালাগ্নি শিখায় সব,
সংহার রূপেতে তার
জাগিবে সন্তান তব।

৬

জননী রতন প্রসবিনী,
দীনতার তবু হাহা ধ্বনি,
নাহিক একতা,
নাহি জাগে কোটি স্বর
একটি গভীর তানে,
প্রীতির বন্ধন দিয়া,
কে বাঁধে অযুত প্রাণে।

৭

অন্ন হীন অন্নদার ঘর,
রাগ হীন ভারতীর স্বর,
রত্ন হীন রমা,
বক্তৃতা গর্জ্জন শুধু,
শরতের যথা ঘন,
নাহিক উৎসাহ আশা,
অবসাদে নিমগন।

৮

যোগ হীন জটা আড়ম্বর,
জ্ঞান হীন রমণী অন্তর,
সকলি অসার,
শক্তি হীন সুত যত,
ভাণ্ডার লুটিছে চোর,
পর মুখ চেয়ে চেয়ে,
হায় রে জীবন ভোর।

৯

শত দুখে বিবশ পরাণ,
নীরবে নীরবে ম্রিয়মাণ,
চাহে না ফুটিতে
গোপনে মায়ের সহ,
মিশাইয়া অশ্রুধারা,
ক্ষুদ্র এ জীবন বিন্দু,
কোলে তার হ'ক হারা।

করমেতি বাই।

[ইনি একজন হিন্দু রাজপুরোহিতের কন্যা; শিশুকাল হইতেই ইনি ভগবানের যোগধ্যানে অনুরক্ত ছিলেন। বিবাহের অনেক দিন পর ইহাঁকে স্বামী গৃহে নেওয়ার চেষ্টা করিলে ইনি মনে করিলেন "ভগবান ভিন্ন আর স্বামী কে?" সুতরাং ইনি পলায়ন করিয়া কয়েকজন লোকের

সঙ্গে বৃন্দাবন ধাম চলিয়া গেলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর পিতা তথায় কন্যার উদ্দেশ পাইলেন, যাইয়া দেখেন, করমা বৃক্ষতলে গভীর সমাধি-মগ্ন আছেন। পিতা কন্যাকে গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলে তদুত্তরে করমা বলেন।]

১

পিতা গো ফিরিয়া তুমি যাও নিকেতনে,
কেন এ সাধন,
নবীন জগত নিয়া,
মুগধ আমার হিয়া,
পাতিয়াছি নবীন সংসার,
অভিনব প'ড়েছে বন্ধন।

২

অতুল সৌন্দর্য্যময় প্রেমময় যিনি,
করেছি ভজনা,
সে রূপ মাধুরী হেরে,
নয়ন ফিরিতে নারে,
পান করি চিদানন্দ রস,
করমার নাহিক চেতনা।

৩

গভীর অতল সেই সুধার সাগরে,
ডুবেছে জীবন,
পশিছে জনম তরে,
আর না উঠিতে পারে,
পলকেতে ভুলিয়া সাঁতার,
পরম সলিলে নিমগন।

৪

প্রতিবিম্বে হাসে তার অনন্ত জগত,
শোভার আলয়,
হ'য়ে শত পরমাণু,
পুরাণ বিশ্বের তনু,
ভাঙ্গিয়া দিয়াছে দেখা,
নব রাজ্য চির-সুধাময়।

৫

আপনা হারায়ে গিছে প্রিয়তম পদে,
না পাই খুঁজিয়া,
নাহিক সন্ধান যার,
কিসে গৃহে গতি তার,
আপনাতে অধিকার কোথা,
হরিপ্রেমে বিনিময় হিয়া।

৬

ভস্ম হয়ে গিছে সেই মায়ার সংসার,
অসারের খেলা,
সে মৃত সমাধিপরি,
নবীন সুষমা ধরি,
হরির সংসার দিল দেখা,
দিব্য আঁখি হেরে তার লীলা।

৭

মানবের মুগ্ধ আঁখি নেহারে বিষয়,
চির সুখময়,

ইন্দ্রিয়ে কোথায় শান্তি,
হায় কি বিষম ভ্রান্তি,
জ্বলে নর কামনা অনলে,
সে যে ঘোর বিষের আলয়।

৮

আহা কি অপার শান্তি হরির মিলনে,
মৃত সঞ্জীবনী,
ঘরে ঘরে সেই তানে,
সখার গৌরব গানে,
হইব পরম গরবিনী।

৯

জগতে করমা আজ নহে ভিখারিণী,
কি অভাব তার,
বাসনা কামনা ত্যজি,
প্রভুর করমে মজি,
করমার আনন্দ অপার।

ঈষার ক্ষমা।

১

কি দুখ মরণে, ক্রুশ স্বর্গের সরণী,
বড় ভাগ্য বলি রূপে অসার এ তনু,
লইলেন পিতা, যাই ত্যজিয়া অবনী,
ধূলিতে মিশিয়া যাক্ ধূলি পরমাণু।

২

সবে ক্ষম ক্ষমাময় স্নেহময় পিতা,
অবোধ বালক সম অতি ক্ষুদ্র প্রাণ,
দাঁড়াইয়া শত শত এই মোর ভ্রাতা,
বোঝে না কি অপরাধ এমনি অজ্ঞান।

৩

চলিলাম আমি সুখে শান্তি নিকেতনে,
হায়, হায়, ইহাদের কি হইবে গতি ;
ছায়া দাও প্রভু সবে মঙ্গল চরণে,
ডেকে লও কৃপা করি দিয়া শুভমতি।

শাক্যমুনির ধ্যান।

১

গৌতম শ্যামল তরুমূলে,
মুদিত নয়নযুগ,
কে দিল হে বিভূতি ভূষণ,
কেড়ে নিয়ে স্বর্ণ আভরণ,
শিরে দিল তুলি জটাযুট,
কেড়ে নিয়ে হীরক মুকুট।
রত্ন পরিচ্ছদ ত্যজি গৈরিকে সজ্জিত তনু,
যোগাসনে যোগ ধ্যানে যেন রে মগন স্থাণু,

কোথা রাজ-সিংহাসন পিতা মাতা সুত দারা,
কি রাগে বিরাগী হায় সিদ্ধার্থ আপন হারা।

২

ছয় ঋতু ধরি হাতে হাতে,
ডুবি গেল কাল-সলিলেতে,
বরষার ঘোর জলধর,
ঢালি জল নাদিছে ঘর্ঘর,
ছোটে উল্কা বহে প্রভঞ্জন,
প্রকৃতির সাথে করে রণ,
শীত আসে হিমানীর সহ,
বরফ ঢালিছে অহরহ,
থরথর কাঁপে জীবকুল,
ঝ'রে পড়ে তরুলতা ফুল,
নিদাঘ আইল রোষ ভরে,
নিদারুণ তেজ সঙ্গে করে,
খরতর সহস্র কিরণ,
ছটফট নিখিল ভুবন,
প্রকৃতির শত অত্যাচার,
মহাযোগী যোগে অচেতন।

৩

উথলিছে যোগ পারাবার,
কিরণময় চিন্ময় আকাশ,
ডুবে গেছে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড,
সসীমের অসীমে বিনাশ,

রেণু রেণু জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী,
রেণু রেণু খসে চরাচর,
রেণু রেণু খসি পড়ে রবি,
মহা শূন্যে মিশে নিরন্তর ;
বৃহস্পতি কোথায় লুকায়,
শনৈশ্চর আপনারে হারা,
অনন্তের জ্যোতির পাথারে,
লুকাইল যত শশী তারা,
প্রলয়ের ঘোর শিঙ্গা নাদ,
শিব যেন হানিছে সঘনে,
মহা শূন্যে মিশে ভূমণ্ডল,
লীন সব চিন্ময় কারণে ;
নাই ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান,
নাই ভূত, সব অন্তর্দ্ধান,
নাই লোক, নাই কোলাহল,
নাই গিরি নির্ঝর শীতল,
কিছু নাই সব নিরাকার,
নাই বায়ু নাই কোথা ভূমি,
রহিল রে শুধু "আমি"।
ওরে "আমি" সর্ব্ব সংহারক,
বিষ কীট তুই যোগফুলে,
দিন দিন ঝ'রে পড়ে সে যে,
বিনাশ করিয়া দলে দলে,
ষড় বর্ষ যোগ সমাধান,

কিন্তু নাহি মিটিল পিপাসা,
অহং জ্ঞান আছে যার মূলে,
কেমনে মিটিবে তার আশা।

৪

নহে সিদ্ধ কঠোর সাধনা,
সিদ্ধার্থের বাড়িছে যাতনা,
সময় বুঝিয়া তবে মার,
তপোবনে দিল হুহুঙ্কার,
মোহন মূরতি ধরি পরিজন নিয়ে সাথে,
পঞ্চম বীণার তানে ভুলায়েছে বহুমতে,
"ওহে যোগি মেল মেল কমল নয়ন তব,
হ'ল অস্থি চর্ম্ম সার জিনি তনু মনোভব,
গোপা খেদে সন্ন্যাসিনী কাঁদে শিশু পিতৃহারা,
ত্যজি পিতা সিংহাসন ফেলিতেছে অশ্রুধারা,
যোগের সময় নয় এবে,
বার্দ্ধক্যে যে সাধন সম্ভবে"।

৫

জ্বলন্ত অনল সম জ্বলিল যোগীর কায়,
খুলিয়া বিবেক অসি সরোষে হানিছে তায়,
"ওরে দৈত্য দূর হও, এখনি বধিব তোরে,
করিব সবংশে ধ্বংশ বিষম আগ্নেয় শরে"।

৬

নহে সিদ্ধ কঠোর সাধনা,
সিদ্ধার্থের বাড়িছে যাতনা,

বিষম চিন্তার প্রতিঘাতে,
হায় রে মূর্চ্ছিত শাক্যমুনি,
আচম্বিতে হ'ল দৈববাণী,
কঠোর তপস্যা হেন নহে সিদ্ধি উপযোগী,
সিদ্ধিতে সহায় স্বাস্থ্য শুনহে গৌতম যোগি,
ইচ্ছা হ'ল বাঁচাইতে তনু,
করে যোগী পানাহার,
অতি ক্ষীণ দুরবল তনু,
হ'ল ক্রমে লাবণ্য সঞ্চার।

৭

স্নানান্তে ভাবিছে যোগী এই তরুতলে বসি,
ধেয়ান সাগরে ডুবি মরণে যাইব মিশি,
উঠিব না আর,
নাহি যদি পাই সেই অমৃত ভাণ্ডার,
অস্থি মাংস মিশুক ধূলায়,
প্রাণ আর কিছু নাহি চায়।

৮

ডুবিলা সিদ্ধার্থ যোগী সমাধিতে পুনর্ব্বার,
যোগ ভরে থর থর কাঁপিতেছে ত্রিসংসার,
দণ্ড যায় পল যায় দিন যায় রাত্রি যায়,
একাসনে ঘোর ধ্যানে নাহিক চেতনা আর,
এবার "আমির" রাজ্যে পড়িয়াছে হাহা ধ্বনি,
ভীষণ দাবাগ্নি এসে পূরে গেল দেশ তার,
জ্ঞান পারাবার মাঝে যার,
মৃত সব উঠিছে ভাসিয়া,

নিরাশার বিষময়ী ছবি,
গত জীব পড়িল লুটিয়া।

৯

অসীম কারণ রাজ্যে উঠিল মোহন ছবি,
জ্যোতির তরঙ্গ মাঝে কে অহো মহান্ কবি,
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড অণ্ডময়,
সকল মিশিয়া এক হয়,
বিশ্বরূপ—চিৎরূপ—সীমাশূন্য
মহাশূন্যময়,
অসংখ্য নয়ন তার,
অগণিত হস্ত পদ
অগণিত শির বিনোদন,
সাধকের ঝলসে নয়ন,
রোম কূপে ঘুরিতেছে,
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড তার,
শত শত বসুন্ধরা
রবি শশী হেরিছে অপার।
ভক্তি ভরে স্তবধ হৃদয়,
বিশ্ব মহামূর্ত্তি পদতলে,
সবিস্ময়ে করে স্তুতি সাধক মহর্ষি চয়।

১০

চমকিত রোমাঞ্চিত তনু,
করে ধ্যান সিদ্ধার্থ কুমার,
ঘোরতর চলিছে সমাধি,

আনন্দের খুলিছে ভাণ্ডার,
এতদিনে লভিল গৌতম,
অমৃতের অক্ষয় ভবন,
এড়াইয়া যত দুখ শোক
শান্তিধাম দিল দরশন ;
ডুবিয়া নির্ব্বাণ পারাবারে,
সিদ্ধার্থ হইলা সিদ্ধকাম,
কৃপাবিন্দু যাঁচে দীন হীন,
ভবধামে লভিতে বিশ্রাম।

স্মৃতি-চিহ্ন

(মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে।)

১

চলিয়াছ দেব আত্মা দেবের নিবাসে,
কদাপি মৃত্যুর যেথা নাহি অধিকার,
রোগ শোক দুখ তাপ যেথা না পবশে,
যে দেশে নাহিক তমঃ মোহ অন্ধকার।

২

অস্তাচলগামী নহে যে দেশে তপন,
প্রেমানন্দ চন্দ্র যেথা নিতিই উজল,
যে দেশে সুহৃদ্ সহ নিত্য সম্মিলন,
শান্তির নির্ঝর যেথা নিয়ত বিমল।

৩

সে দেশে চলিছ তুমি ত্রিদিব আভায়,
হৃদয়ে হৃদয়ে তব মধুর মূরতি,
বাহিরের আড়ম্বর শোভা নাহি পায়,
অনশ্বর স্মৃতি-চিহ্ন বিমল ভকতি।

৪

রম্য স্তম্ভ ধ্বংশশীল কালের আঘাতে,
ধ্বংশশীল সুগঠিত সুবর্ণ প্রতিমা,
স্মৃতি-স্তম্ভ মানবের মানস পটেতে,
বিরাজে অনন্ত কাল নাহিক উপমা।

৫

কাঁদিছে ভারতবাসী তোমার বিরহে,
কাঁদিছে জনম-ভূমি হয়ে রত্ন হারা,
প্রীতি আর রাগময়ী তটিনী প্রবাহে,
স্মৃতি-চিহ্ন শত শত নয়নের ধারা।

৬

অক্ষয় স্বদেশ প্রেম চির-সুধালয়,
সে প্রেমেতে ছিল তব মগন অন্তর,
গভীর কালের বক্ষ স্মৃতি-চিহ্নময়,
হে প্রেমিক, এ মরতে তুমিত অমর।

৭

করেছিলে অরপণ জীবন যৌবন,
মাতৃ-ভূমি সেবারূপ সুমহান্ ব্রতে,
করেছিলে কত দীন অশ্রু বিমোচন,
স্মৃতি-চিহ্ন কৃতজ্ঞতা রয়েছে ভারতে।

৮

ত্যাগশীল পুণ্যময় গভীর প্রকৃতি,
কাঁদিছে স্মরিয়া সবে শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত,
গাইবে অগণ্য কণ্ঠে তব যশোগীতি,
যত দিন রবি শশী গগণে উদিত।

৯

সময়ের বেলাভূমে পদাঙ্ক রাখিয়া,
পশিয়াছ দেব-আত্মা অমৃত ভবনে,
অনুগামী হোক্ সবে চিহ্ন নিরখিয়া,
আশীষ' এ অবসন্ন নর-নারীগণে।

ভগিনী ডোরা

১

বিতরিয়া স্বরগীয় জ্যোতি,
ধরাতলে অই যে ললনা,
উথলিছে মরুময় ধামে,
করুণার যেন রে ঝরণা।।

২

প'ড়ে আছে শত শত রোগী,
পরিত্যক্ত স্বজনের ছায়া,
অবিরাম করে আর্ত্তনাদ,
দারুণ জ্বালায় দগ্ধ হিয়া :

৩

মৃত্যুর করাল শ্বাস যেন,
বহে তথা মূরতি ভীষণ ;
এক বিন্দু নাহি স্নেহ-নীর,
জুড়াইতে তাপিত জীবন।

৪

ঘৃণা নাই গলিত পরশি,
যতনে বুলায় তাহে কর,
মা যেন রে সন্তানের পাশে,
হ'য়ে গিছে তন্ময় অন্তর।

৫

দিন যায় পলকের মত,
ভগিনী করিছে শত কাজ,
এক দেহ যেন রে অযুত,
শত স্থানে করিছে বিরাজ।

৬

না জানি কি ইন্দ্রজাল লীলা,
কি জানি রে আছে মন্ত্র বল ;
নাহি টুটে প্রেমের উচ্ছ্বাস,
শত গুণে বাড়ে হৃদি বল।

৭

ধরাতলে কখন শয়ান,
বাহুলতা করি উপাধান ;
অল্পাহার কভু অনাহার,
জগতের কল্যাণ ধেয়ান।

৮

শান্তির শতেক নির্ঝরিণী,
প্রেমময় হৃদয়ে উথলে ;
বুঝি রে ত্রিদিব বিনোদিনী,
ছদ্মবেশে বিহরে ভূতলে।

৯

পরিণয় শৃঙ্খল বন্ধনে,
রাখিতে চাহিল পিতা তারে ;
সহোদরা নয়নে ঝরিল,
স্নেহের সলিল শত ধারে ;

১০

বিশ্বপ্রেম কিসে তার টুটে,
  কে বাঁধেরে সংসার নিগড়ে,
অনন্ত উদ্দেশে চলে নদী,
  থাকে কি সে শিলা কারাগারে।

১১

যে সুখ জগত পদতলে
  সমর্পিয়া তনু আপনার,
কেমনে সংসার তপ্ত হিয়া,
  চিনিবে সে সুধা পারাবার।

১২

সুখ ঢাকে আপনার দেহ,
  নিয়ে মায়া কুহেলি বসন,
কায়া ছাড়ি নিয়ত পরাণী,
  ছায়াতে করিছে বিচরণ।

১৩

মিশিলে বিষয় হলাহল,
  সে আনন্দ নহে কভু খাঁটি,
শিরায় শিরায় ঢালে বিষ,
  মুখে সুধা অতি পরিপাটি।

১৪

স্বার্থময় বালুকার 'পরে,
  যে সুখের হর্ম্ম্য রাজি উঠে,
বহিলে কালের প্রভঞ্জন,
  আঁখির পলকে পড়ে টুটে।

১৫

নহে শান্তি বিবাহ বন্ধনে,
যদি প্রেম ছড়ায় জগতে,
জগতেরে ক'রে পরিণয়,
যে সুখ, সে কোথায় মরতে।

১৬

কোটি কোটি তনয়া তনয়,
খেলা করে নয়নেতে যার,
তনয় অভাবে সেই হৃদে,
কিসে হবে বিষাদ সঞ্চার।

১৭

অই দেখ বিরাজে ভগিনী,
পল্লী মাঝে দীনের কুটীরে,
ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি,
চারি দিকে আছে তারে ঘিরে।

১৮

কেহ তার চুল ধরি টানে,
গলা ধরি কেহ বসে কোলে,
ভগিনীর পূত কলেবর,
কেহ বা সাজায় বনফুলে।

১৯

কাণে কাণে কেহ কহে কথা,
পরাণের অফুটন্ত গান,
অলক্ষ্যে প্রেমের ঢেউ বহে,
জাগিতেছে স্বরগীয় তান।

২০

কোন বাছা আধ আধ বোলে,
ভগিনীর গায়ে মাখে ধূলা,
হাসিয়া চুম্বিছে তারে ডোরা,
আদরে সবারে দেয় খেলা।

২১

কাছে কত কৃষক রমণী,
কহে ধীরে মরমের গাথা;
পরাণের বন্ধু যেন কেহ,
আসিয়াছে জুড়াইতে ব্যথা।

২২

রোগে শোকে বিপদে নিয়ত,
ভগিনী দরিদ্র নিকেতনে;
অশ্রু ঢালে কোটি আঁখি সাথে,
ঢালে প্রীতি বন্ধুহীন জনে।

২৩

যে দেশে এ হেন পুণ্যময়ী,
প্রেমময়ী রমণী বিহরে,
সে দেশে জাগেরে নব বল,
অভিনব জীবন সঞ্চরে।

২৪

জগতের বধির শ্রবণ,
নাহি শোনে অতীন্দ্রিয় বাণী;
বাহির লইয়া লীলা খেলা,
নাহি জানে বিবেক কাহিনী।

২৫

কর্ম্ম বটে ধরমের প্রাণ,
হারাইলে শুধু রহে শব;
কিসে করে কর্ম্মহীন যোগী
পরম শান্তির অনুভব।

হরিদাসের গুণে মুগ্ধ হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি।

১

নীচকুলে জন্ম তব হে তাপসমণি,
কিন্তু তুমি গুণে উচ্চ কুলের ভূষণ,
অপাবন নিকেতনে জনমিলে মণি,
হয় নাকি নৃপতির মুকুটে আসন।

২

নিবসয়ে কোহিনুর খনির তিমিরে,
যতনে মানব তাহে করে আহরণ;
ভকতি রতনোত্তম, দরিদ্র কুটীরে
ভাতিলে, ভকত তারে করে আলিঙ্গন।

৩

হে ভকত নরোত্তম, তোমার পরশে,
পরম পবিত্র এই তাপিত অবনী;
যেথায় বিহর তুমি সর্ব্ব তীর্থ বসে,
নাচিছে ভুবনালোকে গঙ্গা তরঙ্গিণী।

৪

সাধকের নিরমল পবিত্র হৃদয়,
মরতে পরম তীর্থ তারিতে জগত ;
সত্য বটে ভবে সেই ত্রিদিব আলয়,
যে আত্মায় ভগবান বিহরে নিয়ত।

৫

মধুর হইতে মধু তোমার পরশ,
তোমার আননে হেরি নাথের মাধুরী ;
প্রেম পুলকিত অঙ্গ ভাবেতে বিবশ
পবিত্র হইতে আমি আলিঙ্গন করি।

৬

ভাস তুমি দিবা নিশি প্রেমের পাথারে,
ভকতি তরঙ্গে ভাব জগত কল্যাণ ;
নিরন্তর পশি তুমি অক্ষয় মন্দিরে,
বিতর পরম সুধা নিজে করি পান।

৭

প্রেম দিয়া কর তুমি বৈরিতার জয়,
আঘাত করিলে কর মঙ্গল ধেয়ান ;
দারুণ কুঠারে তনু ঘাতিলে নিদয়,
ফল দিয়া বৃক্ষ যথা ছায়া করে দান।

৮

জ্বল-হুতাশনে দহি উজল কাঞ্চন,
জীব অত্যাচারে তুমি অধিক উজল ;
সংসার অশনিপাতে অভেদ্য ভবন,
টলে কি হিমাদ্রি চূড়া, অচল অটল !

৯

লইয়া ভবের ঘাটে চরণ তরণী,
প্রভু সে করুণাসিন্ধু কাণ্ডারী সদাই,
উচ্চ নীচ ধনী দীন পুরুষ রমণী,
সকল সমান সেথা, জাতি ভেদ নাই।

দধীচি ইন্দ্রের প্রতি বলিতেছেন

১

হে ইন্দ্র, দেবের তরে ত্যজিব পরাণ;
পরের মঙ্গল-ব্রত মোদের কামনা,
আমরা তাপস যত এইত সাধনা,
আত্মার পরম গতি জীবের কল্যাণ।

২

তুচ্ছ দেহ দিয়া তাঁর পূজিব চরণ,
সফল জীবন মোর, কি আনন্দ আজ;
মৃত্যু ত অমৃত, যদি হয় তাঁর কাজ,
মরণ সে অবিদ্যার বিষয় বন্ধন।

৩

কিসের শমন ভয়, কিসের সন্তাপ,
শমনের ভয়হারী পদে যাঁর রতি,
সভয়ে শমন তার পদে করে স্তুতি,
প্রভুর সেবক কাছে কাহার প্রতাপ ?

৪

হৃদি-গ্রন্থী ছিন্ন হয় দর্শনে যাহার,
পূর্ণ হয় মানবের বাসনা সকল,
যাহার দর্শনে বহে প্রেম পারাবার,
অতীন্দ্রিয় পরশনে পরাণ বিহ্বল।

৫

চিদানন্দ পাশে সেই চিরানন্দ ধামে,
যাই আমি ল'য়ে তাঁর মহান্ গৌরব,
তুচ্ছ সেথা কোটি স্বর্গ জানিও মরমে,
কোথা ব্রহ্মানন্দ, কোথা স্বর্গের বিভব ?

সম্রাট আকবর সাহার প্রতি

শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীর উক্তি।

[সনাতন গোস্বামী অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন, সম্রাট আকবর সাহার রাজত্ব সময়ে, ইঁনি জীবিত ছিলেন। নিজ অপূর্ব্ব সাধন, গভীর জ্ঞান ও ভক্তি দ্বারা ইহলোকেই সেই পরম প্রভুর পদারবিন্দ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। সম্রাট আকবর ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎ-কালীন বৈষ্ণব-গ্রন্থ দ্বারা ইহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। সম্রাট, গোস্বামীকে কিছু গ্রহণ করিতে অনুরোধ করায় তদুত্তরে তিনি বলিতেছেন।]

১

হে রাজন্, এ মরতে কি মোর অভাব,
ভারতের অধিপতি তুমি,
জগত অধীপ মোর স্বামী,
সাধে সদা প্রয়োজন ভাণ্ডারী স্বভাব।

২

বিমল সলিলা পদে বহিছে যমুনা,
আতপে নীরদ দানে জল,
বৃক্ষ দানে ফুল আর ফল,
গুহারূপে করে গিরি মন্দির রচনা।

৩

কিবা প্রয়োজন মোর ধন আর জনে,
প্রকৃতির শত দাস দাসী,
প্রভুর আদেশে কাছে আসি,
অভাব পূরণ করে অযাচিত দানে।

৪

উষা করি বিহগ কূজন বীণা-ধ্বনি,
প্রভাতী-ললিত গুণ গান,
করে মোর বিনোদন প্রাণ,
গম্ভীরে গোধূলি তাঁর শুনায় কাহিনী।

৫

ধন রত্নে পূর্ণ মোর প্রভুর ভাণ্ডার,
প্রেম পুণ্য অনশ্বর ধন,
কোন্ ছার হীরক রতন,
হেন রত্নে নৃপতির কোন্ অধিকার।

৬

হেন সুখ রাজহর্ম্ম্য দেয় কি কখন,—
এ নিকুঞ্জ শান্তি নিকেতনে,
কত শান্তি প্রভুর ভজনে,—
তাপ ভীতি ভাবনার সেথায় দহন।

৭

হে ভূপাল, তব পাশে এইত কামনা,
চাহি একে অভেদ মননে,
আত্মবৎ ভাবি পর-জনে,
প্রীতি করি জীবে, তাঁর কর আরাধনা।

নিত্যানন্দের প্রচার।

১

হরিনামামৃত পানেতে বিভোর,
নগরেতে ভ্রমিছে নিতাই,
অতল অপার, প্রেম-পারাবার,
ডুবিয়া ডুবিয়া দিতেছে সাঁতার,
অযুত তরঙ্গে, বহে কত রঙ্গে,
পলক বিরাম নাই।

২

অরবিন্দ মধু পানেতে যেমন,
মধুকর আপনারে হারা,
জগত ভুলিয়া আপনা ভুলিছে,
সে পদারবিন্দে নিয়ত মজিছে,
সদা পুলকিত, যেন উন্মত্ত,
পিয়ে মকরন্দ ধারা।

৩

কভু প্রেম ভরে হয় অচেতন,
বলি সে মধুর মধুর নাম,
পুরাণো জগত ডুবিয়া গিয়াছে,
সে সৌন্দর্য্যে বিশ্ব নূতন সাজিছে,
নাম নিত্যানন্দ যেন নিত্যানন্দ,
মরতে আনন্দ ধাম।

৪

অনিমিখ আঁখি আকাশের পানে,
থাকে কভু গভীর ধেয়ানে,
বিশাল গগনে ঘন আবরণে,
কি ওর রয়েছে চন্দ্রমা আননে,
তন্ময় হইয়া রয়েছে ডুবিয়া,
কি যেন মদিরা পানে।

৫

হরি হরি বলি কভু নৃত্য করে,
আঁখি যুগে বহে সুরধুনী,
কভু ধরি ধরি বৃক্ষ লতাগণ,
প্রেমোন্মত্ত হ'য়ে করে আলিঙ্গন,
সুকোমল কায় ধূলায় লুটায়,
শুনিলে নামের ধ্বনি।

৬

তাপিতের সখা নিতাই আমার,
সরল বিমল কিবা প্রাণ,
পুণ্যের কিরণ, ভাতিছে নয়ন,
যাহে ভস্ম হয় পাপ রিপুগণ,
ধরম ভাণ্ডার, করুণা আগার,
স্বরগ সম সে স্থান।

৭

অঙ্গেতে বহিছে পাবন অনিল,
দিক্ দশ তাহে সুপবিত্র,
পরশিলে সেই দেবত্বের বায়,

ভব হলাহল সুদূরে পলায়,
শম, দম, দয়া, দিতেছে ঢালিয়া,
বিশ্ব প্রেমে উন্মাদিত!

৮

জগতের দুখে করে হাহাকার,
পদধূলি হ'য়ে যেন যায়,
অসীম ব্রহ্মাণ্ড আদরের ধন,
নীচ দীন হীনে করে আলিঙ্গন,
মধুর সমান, সুকোমল প্রাণ,
সরল শিশুর প্রায়!

৯

প্রতি দ্বারে দ্বারে করিছে প্রচার,
পরম দয়াল নিতাই মোর,
"এনেছি অমৃত তোমাদের লাগিয়া,
দেখ্ দেখ্ তোরা দেখ্‌রে চাহিয়া,
ভুলিবে যাতনা, বিষয় বেদনা,
বিষম সংসার ঘোর!

১০

"দহে হুতাশনে ভব মরু কায,
তাহে নাম নির্ঝরিণী বারি,
হেলায় সময় যাইছে বহিয়া,
জীবন নিয়ত চলিছে ছুটিয়া,
কেন জর জর, তৃষায় কাতর,
বলরে দয়াল হরি।

১১

"নাহি উচ্চ নীচ সমান সবার,
যাইতে অভয় অমৃত পুরী,
মহাপাপী যত হবেরে উদ্ধার,
ডাকিছেন প্রভু করুণা পাথার,
দয়াময় হরি, আপনি কাণ্ডারী,
লইয়া নামের তরী।

১২

"হরিনাম মন্ত্র মৃত সঞ্জীবন,
হরি পদ কর সবে ধ্যান,
ভজ হরি নাম, স্মর হরি নাম,
জীবের আশ্রয় গতি ভগবান,
শয়নে স্বপনে, অশনে ভ্রমণে,
কর হরি গুণ গান।"

দুর্ব্বাসার পরিতাপ।

[দুর্ব্বাসা মুনি একদা ভক্তশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি অম্বরিষের ভবনে গমন করেন; রপরাধে ছলপূর্ব্বক দুর্ব্বাসা নিজ মায়া-বিদ্যা ও শারীর-যোগ প্রভাবে সেই াজর্ষিকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, অন্তর্যামী ভক্তের রক্ষক ভগবান র্ব্বাসার সংহারার্থ সুদর্শন-চক্র প্রেরণ করেন। কোথাও রক্ষার স্থান না াইয়া দুর্ব্বাসা শেষে ভগবান এবং ভক্তের শরণাপন্ন হইলেন।]

১

ভয়েতে ব্যাকুল প্রাণ,
লুকা'তে নাহিক স্থান,
পাছে মোর আছে সুদর্শন;
কালান্তক মহাকাল,
ফেলিয়া প্রলয় জাল,
ঢাকে যথা নিখিল ভুবন।

২

বিশাল নীলাম্বু তলে,
অতল জলধি জলে,
গিরি গুহা নীরব বিজন;
নিবিড় বনানী ঘোর,
না ছোঁয় রবির কর,
তরু গুল্ম তিমিরে মগন॥

৩

মেদিনী গরজে কিবা,
সম যেথা নিশি দিবা,
কালরূপ চির-অন্ধকার ;
কোথাও নিস্তার নাই,
ত্রিলোকে নাহিক ঠাঁই,
পাতকীর কে করে উদ্ধার

৪

যেথায় জ্যোতির মাঝে,
জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী সাজে,
মহান্ সে অনন্ত বিমান,
কারণ সিন্ধুর কোলে,
সৃষ্টির তরঙ্গ খেলে,
পদ্মাসনে ব্রহ্মা করে ধ্যান ।

৫

কত রবি, শশী, তারা,
ঢালিছে কিরণ ধারা,
কোটি জীব পলকে সৃজন ।
ব্রহ্মযোগে অনুরাগী,
বিধাতা পরমযোগী,
বিভু যশঃ করিছে কীৰ্ত্তন ॥

৬

যেথায় ভৈরব ধাম,
মরতে মঙ্গল নাম,
জটাজুটে খেলে সুরধুনী,

ধ্যানে মগ্ন দিবা নিশি,
ললাটে বিহরে শশী,
যোগানন্দে সদা শূলপাণি।

৭

ঘুরিলাম সর্ব্ব স্থান,
কোথাও নাহিক ত্রাণ,
নাহি ঘুচে সুদর্শন ভয়;
ন্যায় দণ্ড করে ধরি,
আপন ভকতে হরি,
বিতরেন নিয়ত অভয়।

৮

অতি সূক্ষ্ম ধর্ম্ম-পথ,
নাহি পূরে মনোরথ,
সূক্ষ্ম ছাড়ি স্থূলে যাব গতি।
স্থূল দেহ যোগ করি,
রাগের সরণী ছাড়ি,
পায় সে বিষম দুরগতি।

৯

সহি কত জটা ভার,
নিরাহার, বাতাহার,
কঠোর তপস্যা করি বনে;
মিলিল শকতি ঘোর,
কিন্তু না মিলিল মোর,
মধুর ভকতি জনাসনে।

সন্ন্যাসের পূর্ব্বে শাক্যসিংহের চিন্তা।

১

নেহারি নিখিল বিশ্ব
এই যে মহান্,
কোটি কোটি এই বিভাকর,
গ্রহ শশী এই মনোহর,
অপরূপ অনন্ত বিমান।

২

কোথা হ'তে হ'লরে উদ্ভব ?
অণুর সাগরে—
হ'ল রবি, হ'ল বসুমতী,
হ'ল বুধ, হ'ল বৃহস্পতি,
অচেতন শকতির জোরে ?

৩

জ্যোতিষ্কের কোটি পরিবার,
শুধু জড় খেলা ?
কারণ নাহি কি কোন আদি,
আপনি সৃজন, লয়, স্থিতি,
নাহি কোন অজড়ের লীলা ?

৪

একি ভ্রম, মহাভ্রম মোর,
আছে সে কারণ ;

শকতির মহাসূত্র দিয়া
বাঁধিছে সে ব্রহ্মাণ্ডের হিয়া,
বটে সেই অসীম চেতন।

৫

প্রেমের সে সুমধুর হাসি,
গেয়ান ভাণ্ডার;
আকাশেতে প্রকৃতিতে মিলি,
করিছে সকলে কোলাকোলি,
কেমনে করিব অস্বীকার।

৬

এ মহান্ ব্রহ্মাণ্ড তরুর,
সে মূল কোথায়?
মন তারে খুঁজিতে কি পারে,
চেতনার নিয়তি মাঝারে,
প্রাণ তারে ধরিবারে চায়।

৭

সব ভগ্ন প্রাসাদের মত,
নেহারি হেথায়;
কোথায় দাঁড়াই বল আমি,
একিরে কালের লীলা ভূমি,
কাঁদে সবে সংসার ছায়ায়।

৮

কেবল জগত দুখরাশি,
ভাসিছে হৃদয়ে;
মরণের ঘোরতর ত্রাসে,

জরার সে বিষময় গ্রাসে,
জ্বলে জীব এ ভব আলয়ে।

৯

পরিত্রাণ দেখিব কোথায়,
দুখ-অবসান,—
অসহ অশেষ তাপ ঘোর,
মায়ার গরলময় ডোর,
মোচনের দেখিব সন্ধান।

১০

কঠোর সাধনে অবতরি,
দেখিবরে আমি,
কোথা সে নির্ব্বাণ পারাবার,
অমৃতের অনন্ত ভাণ্ডার,
প্রাণ মোর ঊর্দ্ধপথগামী।

১১

নারী কিবা রাজত্ব সেবায়
ভুলিব সে পথ ?
ছাড়ি যোগ নির্ম্মল গগন,
করিব ধূলাতে বিচরণ ?
ত্যজিব না কভু সেই ব্রত।

১২

দূর হ'ক তুচ্ছ রাজভোগ ;
জগতের তরে,
কাটি সব মায়ার বন্ধন,
লব আমি সন্ন্যাসী-জীবন,
নিবারিতে কে আছে সংসারে।

অবধূতের গুরু।

১

অবধূত একজন তরুণ জীবনে,
মুকতি আশায় করে দুস্তর সাধন ;
কখন বিজনে বসে কখন সজনে,
সদা সে আরাধ্য বস্তু লভিতে যতন।

২

বহু দিনে হয় তাঁর সফল জীবন,
নিরখি আত্মায় নিত্য প্রভু আত্মারাম,
গভীর বিজনে পশি ধেয়ানে মগন,
চিদানন্দ ধামে সুখে করিছে বিশ্রাম।

৩

একদা সে অবধূত পশিলা নগরে,
বিশ্বপ্রেমে আনন্দিত ব্রতধারী যোগী,
প্রবেশিলা ধীরে ধীরে নৃপতি মন্দিরে,
কল্যাণ কারণে তার নিষ্কাম বৈরাগী।

৪

ভক্তিভরে অবধূতে পূজিলা রাজন,
সুধিলা "হে যোগীবর কহ কৃপা করি,
কেমনে হইল তব সংসার মোচন,
কেবা গুরু তরিতে এ ভবার্ণব বারি।"

অবধূত উক্তি—আকাশ গুরু।

৫

অখণ্ড মণ্ডলাকার জ্যোতিষ্ক মণ্ডিত,
নীল চন্দ্রাতপ তুল্য অনন্ত বিমান,
নিমগ্ন স্রষ্টার ধ্যানে,
ভাষা শূন্য স্তুতি গানে,
যথা ব্যোমকেশ যোগী নিত্য বিরাজিত,
দিগন্তর জটাজুট সদা দীপ্তিমান।

৬

কভু শুনি প্রলয়ের বাজিছে বিষাণ,
ছোটে উল্কানাদে ঘোর ঘর্ঘর জীমূত,
ঘন ঘন যায় দেখা,
ত্রিশূল বিদ্যুৎ শিখা,
কালান্তক রুদ্ররূপে রাজে বিশ্বপ্রাণ,
গম্ভীর আরাব এই হয়েছে ধ্বনিত।

৭

অগণ্য নক্ষত্রবৃন্দ দীপশিখাবৎ,
গ্রহরাজি পরিবৃত মার্তণ্ড বিরাজে,
কি মহান্ পূজা তাঁর,
জীবন্ত শাস্ত্রের সার,
কে হেন আছে গো কবি বর্ণিতে কিয়ৎ,
এক সূত্রে বিরাজিত মহা ব্যোম মাঝে।

৮

দ্যুলোক আমার গুরু তত্ত্বজ্ঞান দাতা,
কীর্ত্তি-মালা অদীপের কীর্ত্তনে নিরত,

অভ্রান্ত গ্রন্থের রেখা,
জলদ অক্ষরে লেখা,
বেদান্ত প্রচার কত ছত্রে ছত্রে হেথা,
কে হেন অভ্রান্ত গুরু আকাশের মত।

মহর্ষি দধীচির প্রতি ইন্দ্রের উক্তি।

১

যোগাসনে আহা কিবা যোগীর সমাধি,
দধীচি ত্যজিলা কলেবর,
যেমন নিদাঘ বিভাকর,
কি আশ্চর্য্য তেজোময় গম্ভীর মূরতি।

২

দেবের কল্যাণে মুনি ত্যজিলা জীবন;
স্বরগের বৃথা গুণ গান,—
স্বর্গ বটে সাধুর পরাণ,
বিরাজে তথায় কত মোহন নন্দন।

৩

জুড়ায় ছায়ায় সেই জীবের হৃদয়,
রোগ শোক বিষয় অনলে,
আকুল পরাণী ধরাতলে,
শীতল পরশে তার তাপিত নিলয়।

৪

বৃথা মোর দেব নাম, দধীচি দেবতা ;
ধন্য ধন্য তুমি মুনিবর,
কীর্ত্তি তব অমর অজর,
রহিবে অনন্ত কাল তব গুণ গাথা।

৫

উদার মহান্ কিবা তোমার হৃদয়,
যেমন নির্ব্বাত জলনিধি,
আপনাতে স্থির নিরবধি,
বিপদে সম্পদ জ্ঞান. মৃত্যু সুধাময়।

৬

রূপহীন নর যথা আপন আনন,
মুকুরে হেরিলে একবার,
রূপ-গর্ব্ব করে পরিহার,
তেমনিরে অভিমানী অন্ধ দুরজন।

৭

দধীচির নিরমল মরমের পাশে
পড়ি মম অমর গরিমা,
পরকাশে আপন কালিমা ;
সে আলোকে যেন মোর তিমির বিনাশে।

৮

জগতে সাধুর সঙ্গ পরশ রতন,
পরশিয়া লোহা হয় সোণা,
কি আশ্চর্য্য যোগীর সাধনা,
বহে তথা নিরবধি পুণ্য-সমীরণ।

৯

যে রাজ-সম্পদ তরে দেবের সেনানী,
ঢালি জীব-শোণিতের ধারা,
লোহিত রে সুরধুনী ধারা,
সে ধন বালুকা সম নেহারেন মুনি।

১০

ইচ্ছা নাহি হয় মোর যাইতে ভবনে,
দধীচির পদধূলি ল'য়ে
থাকি এই কানন নিলয়ে,
ত্রিদিবে নাহিক সাধ বিষয় সেবনে।

মহর্ষি হোসেন মন্সুরের উক্তি।

[বগদাদ নগর ইঁহার জন্ম স্থান। বগদাদের খলিফা এবং অন্যান্য সকলের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইঁহার মত-বিরোধ ছিল; ইঁহার স্বমত পরিত্যাগের জন্য অশেষ যন্ত্রণা দ্বারা ইঁহাকে বধ করা হয়। ক্রমে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ছেদন করা হইয়াছিল; মৃত্যুর প্রাক্কালে সমবেতমণ্ডলী ও ঘাতকগণকে উদ্দেশ করিয়া মহর্ষি মনসুর এইরূপ বলিয়াছিলেন।]

১

খসে যদি রবি শশী প্রলয়ের কালে,
কিংবারে জলধি যদি করে বিশ্ব গ্রাস,
চূর্ণ চূর্ণ শত গিরি বজ্রর অনলে,
তবু কি হৃদয় মোর ত্যজিবে বিশ্বাস!

২

কোথা সেই রাজ-শক্তি কিসের গৌরব,
অতি তুচ্ছ তরঙ্গের তৃণের সমান,
কালের প্রহারে লীন দু'দিনে বিভব,
সমাধির অন্তরালে সব সমাধান।

৩

নাহি টুটে যুগান্তরে প্রেমের মহিমা,
অনলে দহিয়া যথা বিশুদ্ধ কাঞ্চন;
অবিচারে বাড়ে তার অসীম গরিমা,
এক বিন্দু বিশ্বাসের অনন্ত জীবন।

৪

বিশ্বাস শিখরী সম অচল ভুবনে,
শিরোপরে সময়ের কত ঝঞ্ঝাবাত,
এক তিল নাহি টলে ইরম্মদ রণে,
পরাজিত সংসারের তরঙ্গ আঘাত।

৫

বিধাতাব বটে সেই মন্ত্রপূত ধূলি,
টলাইতে জগতের ক্ষমতা কোথায় ;
সংগ্রামে শকতি উঠে দ্বিগুণ উথলি,
স্তবধ দিগন্ত তার অসীম প্রভায়।

৬

ভূতের বন্ধন তনু যেন পান্থশালা,
দেখিতে দেখিতে সব যায় ভেঙে চূরে ;
অক্ষয় কবচে আত্মা, কোথা তার জ্বালা,
নিয়ত সে নিরাপদ অভয় মন্দিরে।

৭

নাশিতে ধূলির তনু আনিয়াছ শূল,
কাটিবে চরণ, কর, কি ক্ষতি আমার ;
চিন্ময় চরণ লভি পুলকে আকুল,
বিচরিব যেথা সেই জ্যোতির আগার।

৮

উৎপাটিবে মূলহীন নয়ন যুগল,
উজল গেয়ান-আঁখি পরাণে বিভাসে ;
জগত অতীত স্থান নিত্য নিরমল,
অরূপ অনন্ত রূপ এ নয়নে ভাসে।

৯

ওরে মূর্খ, কাটিবে এ নাসিকা, শ্রবণ,
অন্তরে বিবেক কর্ণ শোভার সরণী ;
কি শক্তি পরশে তারে অসার ভুবন,
অসীম সৌন্দর্য্যে শোনে অতীন্দ্রিয় বাণী

১০

প্রীতির সে ঘ্রাণেন্দ্রিয় লভিছে জীবন,
প্রস্ফুটিত চারি দিকে ত্রিদিব মন্দার,
সুষমা সৌরভে-তার মাতায় ভুবন,
লভিয়া অমৃতময় হৃদয় আগার।

১১

কি ভয়, কাটিবে অস্ত্রে অসার রসনা,
বিনাশ-অতীত জিহ্বা জাগিবে মরমে,
নীরবে সে মহামন্ত্র করিবে ঘোষণা,
পান করি প্রেম-সুধা চিন্ময় ধামে।

১২

গৌরবের রাজাসনে তুলিয়া কেতন,
অমৃত মুকুট শিরে পরাবে অমর,
জাগিবে জ্যোতির সেই জ্বলন্ত নিস্বন,
ঘোষিবে সে প্রতিধ্বনি দিক্ দিগন্তর।

১৩

রে অবোধ, মহানন্দে চলিনু তথায়,
কি শকতি ক্ষতি মোর করিবে জগত ;
লভিব বিরাম সেই মহান্ ছায়ায়,
মৃত্যুতে ভকত লভে পরম সম্পদ।

১৪

ভবের বেলায় আজি আমি ভাগ্যবান্,
সংসারের অত্যাচার মুক্তির তরণী,
কি সুখ সেবায় তাঁর তনু সমাধান,
কে ত্যজে অমিয়ময় এ হেন সরণী।

মৃত্যুকালে সম্রাট আরঙ্গজীবের উক্তি ✓

১

উহুঃ কি দারুণ জ্বালা চারিভিতে মোর,
জীবনের যত পাপ রাশি,
নয়নে ফিরিছে ভাসি ভাসি;
স্মৃতির অনল,
হায়রে হৃদয় মোর দহিছে কেবল।

২

আরেক লোকের অই খুলিছে দুয়ার,
শমনের শত অনুচর,
ভ্রূকুটি করিছে নিরন্তর;
বহু দূর নয়,
যথায় এ অবনীর গরব বিলয়।

৩.

পৃথিবীর ঈশ্বর বলি করিবে না ক্ষমা,
রাজা প্রজা সমান আসনে,

সেথা তুল ধনী আর দীনে,
সমান বিচার,
ন্যায়ের উজ্জ্বল দণ্ড মস্তকে সবার।

৪

ভ্রাতৃবধ মহাপাপে কলঙ্কিত তনু
যে ধন বিভব লাগি হায়,
লোষ্ট্রবৎ রহিল হেথায়;
কলঙ্ক নিশান,
উড়াবে নিয়ত শুধু ভারত বিমান।

৫

দু'দিনেতে সাঙ্গ সব যেন ছায়াবাজী,
স্বপনের কোলাহল প্রায়,
পলকেতে কোথায় মিশায়,
কেন মোহ-ভরে,
জ্বেলেছি পাবক-শিখা অনন্তের তরে।

৬

বৃথা পদগর্ব্ব, বৃথা সংসার সম্পদ,
বুঝেছি এখন আমি সার,
বৃথা সব সুত পরিবার,
শুধু ধূলি-খেলা,
নিবারিতে নারে কেহ পাতকীর জ্বালা।

৭

'বিষকুম্ভ পয়োমুখ' বিষয় লালসা,
শুধু সে যে যাতনার হেতু,

সুখ বলি দুখেরই সেতু,
আমি হীন প্রাণ,
সে দুখ সেতুতে পদ করেছি প্রদান।

৮

কিন্তু বৃথা পরিতাপ, সময় অতীত,
না বুঝিনু থাকিতে সময়,
জীবনের লক্ষ্য সমুদয় ;
নয়নের ঠুলি,
সময় থাকিতে কেন নাহি গেল খুলি।

৯

বিদ্বান্ বলিয়া গর্ব্ব ছিল হৃদে মোর,
কিন্তু সেই বৃথা জ্ঞানরাশি,
না করে নিস্তার মোরে আসি ;
ধিক্ সেই জ্ঞান,
যাহার পরশে নয় নিরমল প্রাণ।

১০

গেয়ানের সহ যদি থাকেরে ধরম,
পরম উজল হ'য়ে হাসে,
সোণায় সোহাগা যেন মিশে ;
জ্ঞান অলঙ্কার,
ধরম বিহনে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার।

১১

পাতার কুটীরে যার দিনান্তে আহার,
ভারতের রাজ অধিরাজ

হ'তে বটে সেও সুখী আজ,
ধন্য সে সংসারে,
সঞ্চিত পাবন ধন আছে যার ঘরে।

১২

ধর্ম্ম-গোঁড়া বলি মোর ছিল অভিমান,
কিন্তু সে যে বৃথা অহঙ্কার,
ভকতির পূজা অধিকার,
একই ভগবান,
গোঁড়ামীতে মুকতির না খোলে সোপান।

১৩

ক্ষমা কর, স্নেহময় জনক আমার,
ক্ষমা কর সহোদরগণ
পাপ ভারে তরণী মগন,
আকুল অন্তর,
কেমনে হইব পার সংসার দুস্তর।

কুমারী নাইটিংগেলের প্রতি

আহত সৈনিকের উক্তি।

[ক্রিমিয়ান্ সমর-ক্ষেত্রে যখন অসংখ্য সৈন্য হত ও আহত হয়, সেই সময় এই সুর-হৃদয়া ইংলণ্ডীয় মহিলা কতিপয় সহচরী লইয়া সেই দূর-দেশে আহত সৈনিকদিগের শুশ্রূষার্থ গমন করেন। ইঁনি গিয়াছিলেন বলিয়াই সেই সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল।]

১

করুণা মূরতি খানি কে অই দাঁড়ায়ে দেবী,
উদার ললাট তলে ভাসে স্বরগীয় ছবি,
জননী ভগিনী নহে,
তবু কি গভীর স্নেহে,
পরের যাতনা হেরি নয়নে সলিল ঝরে,
এ হেন মুকুতা কোথা নৃপতি রতনাগারে ;
অসার সে মাণিক নিচয়,
দু'দিনেই ধূলাতে বিলয়,
করুণার মন্দাকিনী বহিছে হৃদয়ে যাঁর,
যুগে যুগে ভাসে ধরা মধুর তরঙ্গে তাঁর।

২

পর-উপকার ব্রতে এতই কি আছে সুধা,
পলে পলে তিলে তিলে বাড়িছে অসীম ক্ষুধা ;
কত রাত্রি, কত দিন,
কালের কবলে লীন,

প্রশান্ত হৃদয়ে বালা আহত সেবায় রত,
কিতরি পাবন ভাতি দিশে দিশে অবিরত ;
নাহি ক্লান্তি নিরাশার শ্বাস,
জড়তার বিষময় ভাষ ;
বিষাদ সিন্ধুতে মম শান্তিময়ী ধ্রুব তারা,
হৃদি, দেবালোকে তাঁর অবসাদ তমঃ হারা ॥

৩

নিদারুণ রণে যবে পড়িনু বিবশ কায়,
নিজ দুখে পর-দুখে যেন প্রাণ ফেটে যায়,
নর শির শত শত
ছিন্ন দেহ অবিরত,
হেরিনু লুটিছে ধরা ভাসিয়া রুধির স্রোতে,
শত ক্ষত দেহ কেহ ছট ফট অবনীতে ;
সদলে শকুনী শিবা সব,
ঘোরতর করে কলরব,
স্মরিতে শিহরে অঙ্গ হেন ভয়ঙ্কর স্থান,
নেহারি মৃত্যুর ছায়া কাঁপিয়া উঠিছে প্রাণ।

৪

শ্মশান, শ্মশান সব যে দিকে ফিরিয়া চাই,
এক বিন্দু বারি দিতে কেহ নাই, কেহ নাই ;
তখন কে তুমি বালা,
ঘুচা'লে তৃষিত জ্বালা,
কোন্ সাগরের তুমি অমূল্য রতন প্রভা,
কোন্ কাননের তুমি প্রফুল্ল কুসুম আভা ?

কিবা তেজ, কিবা শক্তি রাশি,
কোমলতা সনে আছে মিশি,
ললিত জলদ আড়ে বজর কৃষাণু যেন,
অসুরের পাশে মৃত্যু নরের অমৃত হেন।

৫

শত শত ক্ষতময় গলিত দূরিত দেহ,
কভু না উপজে ঘৃণা পরশিছ অহরহ,
শোণিত করিছ ক্ষয়,
তবু নহে ক্লেশোদয়,
অলক্ষ্যে লভিছ দেবি, যেন কোন দৈব বল,
না টুটে উৎসাহ আশা একি ভাব অবিরল,
স্নেহময়ী জননী সমান,
স্নেহে তব ভাসে এ পরাণ ;
পলক ভুলিয়া যাই অশেষ যাতনা ঘোর,
বীরের কঠোর হিয়া ভকতি সাগরে ভোর।

৬

জগৎ প্রীতির ছবি হৃদয়ে যাহার জাগে,
সবাই সোদর সম পরকাশে সেই রাগে,
মরতে অমর সেই,
বিশ্বের চরণে যেই
আপন রুধির হ'তে বিন্দু বিন্দু করে দান,
মহান্ সে সেবাব্রতে সঁপিয়া আপন প্রাণ ;
রক্ত মাংস মিশায় শ্মশানে,
বিশ্ব প্রেম অক্ষয় ভুবনে,

আপনার তনু বটে কিন্তু রে পরের তরে,
সংসার কল্যাণ হেতু শোণিত ধমনী পরে।

৭

কোথায় এ রণভূমি কোথায় ব্রিটন আর,
গরজিছে নিরবধি মাঝে ঘোর পারাবার,
পর্ব্বত কান্তার শত,
কেহ না রুধিল পথ,
রোধিতে নারিল গতি স্বজন স্নেহের ধারা,
প্রেমের উচ্ছ্বাসে তব সকলি শকতি হারা ;
জীবের কাতর শ্বাসে যার,
মরম করিছে হাহাকার,
কেমনে বাঁধিয়া রাখে স্বজন মমতা তারে,
কি শক্তি বিতংশ বাঁধে তটিনীর স্রোত নীরে ?

৮

না থাকে জীবন যদি, অনিলে রচিত ঘর
উপদেশ গ্রন্থরাশি, ঘুচে যায় নিরন্তর,
উপদেশ পদে দলি,
জগৎ যে যায় চলি,
জীবন জ্বলন্ত দৃশ্য দলিতে শকতি কার ?
বচন চাতুরী বৃথা সারহীন ভিত্তি যার ;
জীবনের বিশ্ব অনুগত,
অদৃশ্য সে তড়িতের মত,
কি যে সঞ্জীবনী সুধা সংসার শিরায় ঢালে,
ধীরে ধীরে জেগে উঠে দাঁড়ায় নবীন বলে।

৯

পর সেবা সম ব্রত কিবা আছে এ সংসারে,
ঘোষ দেবি, এই মন্ত্র জগতের দ্বারে দ্বারে,
এমন নিষ্কাম কর্ম্ম,
সম কি আছে রে ধর্ম্ম,
হেন ব্রত ছাড়ি কিবা জীবনের লক্ষ্য আর,
কোথায় আছে রে ভবে এ হেন স্বরগ দ্বার ?
ভ্রাতা ভগিনীর পাশে যত,
গম্ভীরে সুধাও অবিরত,
হেরি সে মহান্ দৃশ্য জাগিয়া উঠিবে প্রাণ,
ল'য়ে সে আদর্শ হৃদে করিবে জীবন দান।

এন্ এস্কিও।

[ইঁহার ধর্ম্ম মত ও বিশ্বাসের জন্য অনেক যন্ত্রণা দ্বারা ইঁহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়। এই প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী ভক্তি ও বিশ্বাসের জন্য সকলের পূজনীয়া।]

১

এস হে অনল করি আলিঙ্গন,
এস মৃত্যু তুমি দুখীর প্রাণ,
তোমার ভয়েতে কাঁপে ত্রিভুবন,
করিছে আমায় আনন্দ দান।

২

লভিব আজিকে নবীন জীবন,
পরশে তোমার শরীর শুচি ;

প্রভুর সেবায় করি অরপণ,
তুচ্ছ কলেবর সফল আজি।

৩

ক্ষুদ্র জীবনের বিনিময়ে যদি,
অনন্ত জীবন লভিতে পারি,
কিসের বিষাদ, কিসের মরণ ?
উথলে জগতে আনন্দ-বারি।

৪

অযুত অচল হ'তে গুরুতর,
সত্যরূপ এই শিখরী চূড়া,
আছে দাঁড়াইয়া সমুখে আমার,
লঙ্ঘিতে চরণ শকতি-হারা।

৫

সত্য বাণী মোর বলিবে রসনা,
জগতে কাহারে করিব ভয়,
পেশি শত চূর্ণ কর কলেবর,
নিয়ত গাইব সত্যের জয়।

৬

ক্ষুদ্র কণ্ঠে মোর উঠিবে যে ধ্বনি,
জয় সত্য জয় মহান্ রব,
অসীমে সে বাণী হবে প্রতিধ্বনি,
গাইবে গম্ভীরে দিগন্ত সব।

৭

কত না যাতনা দিয়াছে সংসার,

আরো দিক্ মোরে শতেক জ্বালা,
সত্য, সত্য বলি অসীমের কোলে
যাইব ত্যজিয়া ভবের বেলা।

৮

জ্বলিছে অনল ধক্ ধক্ ধক্,
দেখরে কেমনে ঝাঁপিব তায় ;
কি ভয় আমার পশিতে পাবকে,
জুড়াব জীবন তাঁহারি ছায়।

৯

দুখ তাপ পূর্ণ এ পারে সংসার,
ও পারে বিরাজে অমৃত ধাম,
মাঝে খেলে ঘোর কাল পারাবার,
মায়ার তরঙ্গ অবিদ্যা নাম।

১০

এই পরলোক খেলিছে সমুখে
মধুর হাসিয়া অমর পুরী,
ডাকিছে আমায় পরম পুলকে
স্বরগীয় বীণা যতনে ধরি।

১১

অই রাজাসনে ভাগ্যবান ঈশা,
শোভিছে গৌরব-মুকুট শিরে,
পূরিয়া শোণিতে দানবের তৃষা,
আজিকে অমর পিতার ক্রোড়ে।

১২

হেরি শান্ত সেই ভকত মূরতি
এইত পশিনু অনল কোলে,—
নিভে কি নারীর বিশ্বাসের জ্যোতি,
পাপীর পীড়নে অবনী তলে॥

চৈতন্যদেবের উক্তি।

সুনীল গগন তলে হাসিছে চন্দ্রমা,
রজত লহরী ঢেলে, নীরবে চন্দ্রিকা খেলে,
অযুত অযুত হাসে তারা মনোরমা;
এ হাসিতে সেই হাসি, কেমন রয়েছে মিশি,
সে হাসি তরঙ্গে প্রাণ হয় নিমগন,
সুধাংশু আনন পরে সেইত আনন;
ইচ্ছা হয় জগতেরে, বিলাইতে প্রেম ভরে,
সেইত মদিরা ধারা সেইত মাধুরী,
মাতুক জগত সেই মূরতি নেহারি।
পাইনু দুর্লভ ধন প্রেমের সাধনে,
মথিয়া শাস্ত্রের সিন্ধু, না পাই জীবন বন্ধু,
মরুভূমে জলবিন্দু রহিবে কেমনে?
নীরদের নীর ধারা, তিতায় তাপিত ধরা,
তৃষিত চাতকী নাচে পুলকিত প্রাণে;
বিনে সেই দিব্য আঁখি প্রেম পারাবার,

দর্শন বিজ্ঞান বেদ সকলি অসার।
এ ধন যাঁচিতে জীবে বড়ই বাসনা,
বিলা'তে জগতে আজ, ধরিব সন্ন্যাসী সাজ,
সেই নাম দ্বারে দ্বারে করিব ঘোষণা ;
ধরিব ধূলির মত সবারি চরণ,
অভেদে সবারে দিব প্রেম আলিঙ্গন।

ধ্রুব বন গমনকালে।

১

হে জননি, ক্ষণস্থায়ী সম্পদ বিভব,
কালের কটাক্ষে যার পলকে বিনাশ,
কোন্ অহঙ্কার তার কিসের গৌরব,
এ মরতে নিশ্বাসের কোথা অবকাশ।

২

তুচ্ছ যথা সসাগরা ধরা অধিপতি,
তুচ্ছ যথা রত্ন রাজি জড়িত আসন,
তুচ্ছ যথা মণি-মালা মুকুটের দ্যুতি,
দেখিব কোথা সে দেব দুর্লভ চরণ।

৩

নিখিল বিশ্বের যিনি এক অধীশ্বর,
ঘূর্ণিত ব্রহ্মাণ্ড যাঁরে করিছে ঘোষণ,
কটাক্ষে যাঁহার সৃষ্টি দেয় নিরন্তর,
দেখিব কোথা সে পদ্ম-পলাশ লোচন।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের চিন্তা।

১

কে আমি—জীবাণু তুচ্ছ—সৃষ্টির পাথারে,
কেবা সেই জগতের স্রষ্টা সুমহান ;
বেদান্ত দর্শন যত, ঘোষে তাঁরে ইচ্ছা মত ;
শত জটিলতা মাঝে সদা ভ্রাম্যমান
পান্থকুল, বহুমত অরণ্য মাঝারে।

২

জড় জগতের প্রতি অণুর ভিতরে,
দেখি সেই একরূপ স্থির নির্ব্বিকার ;
কোথায় জড়তা রয়, সকলি চৈতন্যময়,
আনন্দের নিত্য ছবি নিখিল সংসার,
সচেতন মহাশক্তি সর্ব্বত্র বিহরে।

৩

কোথা বিভাকর, আর, কোথায় চন্দ্রমা ?
জ্ঞান-সূর্য্য প্রেম-চন্দ্র উদিত গগনে ;
অনন্ত অমৃত ভাস, চিদাকাশ পরকাশ,
কোথায় আকাশ কোথা গ্রহ তারাগণ,
কোথায় প্রকৃতি ? সেই অতুল সুষমা।

গোধূলি।

১

ধূসর বসনে আবরি আননে
আইল গোধূলি ধনী,
সন্ধ্যা মালতীর গলে দোলে হার,
চরণে নুপুর রজনী গন্ধার,
ভ্রমর গুঞ্জন মধুর ধ্বনি।

২

দেখিতে দেখিতে লাগিল ফুটিতে,
কিরীটী তারকা ফুল,
ললাটের মণি বালেন্দু বদন,
অঙ্গের ভূষণ কুমুদ রতন,
শ্রবণে ঝলিছে শিশির দুল।

৩

গাইয়া গাইয়া চলিছে ছুটিয়া
কুলায়ে বিহগচয়,
বীণার আরাবে পূরবী রাগিণী,
ভবাতীত গাঁথা গায় যেন ধনী,
জাগিল সে রব অবনীময়।

৪

শত দীপাবলি উঠিছে উজলি,
মাণিক গোধূলি কোলে,

তড়িৎ জড়িত জলদ কুন্তলে
কনকের আভা খেলিছে চঞ্চলে,
শোভিল গোধূলি ধরণী তলে।

৫

এসো বিনোদিনি, ভুবন-মোহিনী,
ক্ষণেক দাঁড়াও, দেবি,
ভাব-দীপ হৃদে দাও রে জ্বালিয়া,
ম্রিয়মান প্রাণ উঠুক হাসিয়া,
দেখুক তোমাতে চিন্ময় ছবি।

৬

যাঁহার মাধুরী সৌন্দর্য্য লহরী
খেলিছে জগত 'পরে,
এ মহা মুকুরে প্রতিবিম্ব যাঁর,
জড় প্রকৃতির চেতনা সঞ্চার,
সীমা শূন্য চিৎ পরশ ভরে।

৭

বিষম বন্ধনী মায়ার যবনী
সরাও বারেক সতী,
মধুর গম্ভীর তোমার আননে,
বারেক হেরিব সে হৃদি রতনে,
প্রেমানন্দময় মোহন দ্যুতি।

৮

যোগী মহাজন ভাবে নিমগন,
ভজন কীর্ত্তনে রত,

কোন্ ত্রিদিবের ফুটিছে মন্দার,
খুলিয়াছে কিবা অমৃত ভাণ্ডার,
ডুবিছে সাধক মধুপ যত।

৯

নীরব গম্ভীরে অতি ধীরে ধীরে,
অতীন্দ্রিয় বাজে বেণু,
হে দেবি, এ অন্ধে বধির শ্রবণে
শুনাও বারেক, দেখাও নয়নে
জগত অতীত তনু।

খদ্যোৎ।

১

কে তোমরা নিশাকালে জ্বলিছ হেথায়,
যেমন হীরার ঝার ঝিকি ঝিকি জ্বলে,
ঝাকে ঝাকে থরে থরে; পত্র বিচরিত স্তরে,
ভাতিছ বিটপী-অঙ্গ উজল আভায়,
নিবিড় নিবিড় তম অন্ধকার কোলে।

২

আবৃত দিগন্ত যবে ঘোর তমসায়,
নাহি চন্দ্র তারা ঘন আচ্ছন্ন গগন,
নিসর্গ মাধুর্য্যময় কিছুই না দৃষ্ট হয়,
স্খলিত চরণ হিয়া আতঙ্কে শুকায়,
তোমরা হে ক্ষীণ জ্যোতিঃ বান্ধব তখন।

৩

পড়ে যবে অন্ধকারে জীবন তরণী,
অন্তর্হিত প্রেমচন্দ্র হৃদয় আকাশে,
শঙ্কাকুল ভগ্ন প্রাণ, শোকাচ্ছন্ন ম্রিয়মাণ,
জ্যোতির্ম্ময়ী দেবদূতী নক্ষত্র রূপিনী,
মোহ ঘন অন্তরালে লুকায় নিমেষে।

৪

পড়িলে অকূলে হেরি তোমাদের মত,
জগতের সাধুবৃন্দে, বিতরে করুণা,
বিধির আশীষ ধরি, আশারূপে অবতরি,
স্বকীয় প্রভায় তারা উজ্জ্বল নিয়ত,
মহান্ সে জ্যোতিষ্কের ক্ষুদ্র জ্যোতিকণা।

বিরহিনী।

১

কেন হেথা রহিস্ আবার,
আর কি রয়েছে তোর, হৃদয় আমার ?
সমস্ত জগত যারে দিলি উপহার,
একটি বল্লীর মত, জড়াইতে সাধ কত,
সুখময় সে চরণ আশার ভাণ্ডার ;
শতেক স্বরগ যেথা আছে লুকাইয়া,
সহস্র মন্দার ফোটে, বিমল সৌরভ ছোটে,

শান্তির মাধুরী এক আছে জড়াইয়া,
সে সুধা করিতে পান, পাগল আমার প্রাণ,
জীবন যৌবন যাঁর চরণের কাছে
করিয়াছি সমর্পণ, যত কিছু আছে ধন,
কিবা তোর এ মরতে অবশিষ্ট আছে ?

২

তোর এই অশ্রু-জল বরষা মেঘের মত,
দিবা নিশি কেন ঝরে হায়,
সে যদি গো ফিরিয়া না চায় ;
অনাথের মত থাকি, আকুল হইয়া ডাকি,
সে কেন না ফিরায় নয়ন,
প্রভু কেন আপনারে করে গো গোপন ?
আমি যেন কেহ নই তাঁর,
সখার একি গো ব্যবহার,
সকলি জানিছে মোর প্রাণের অন্তরে থাকি,
পাষাণের মত হায় তথাপি পরীক্ষা এ কি,
মহাশক্তিমান স্বামী, অধম দুর্ব্বল আমি,
এ দারুণ কশাঘাত আমি কি সহিতে পারি,
কে আছে আমার হেন মুছাবে নয়ন বারি !

৩

যদি গো ত্যজিবে মোরে স্বামী,
বল্ দেখি কোথা যাই আমি ;
হেথায় আছিস্ কেন হারে হা অবোধ প্রাণ,
দুঃসহ যাতনা ভারে, কত আর কাঁদিবিরে,

চলে যা সে মোক্ষধামে গাইয়া নাথের গান ;
আর কিছু নাই মোর তৃষা,
নাই মোর বিষয়ের আশা,
প্রভু গো তোমারে আমি চাই,
সে আলোকে জীবন জুড়াই ;
জ্যোতির্ম্ময়, প্রেমময় পাবন স্বরূপ তুমি,
মহাপাপী অপরাধী কীটের অধম আমি,
আমার গৌরব শুধু তুমি জীবনের বঁধু,
এই ত আনন্দ মোর তুমি যে প্রাণের স্বামী ;
হৃদয় শোণিত নাথ যদি তুমি বাস ভাল,
ছিন্ন করি প্রতি শিরা দিব পদতলে,
ধোয়াব মিশায়ে পদ নয়নের জলে ;
ধন চাও, মান চাও, সকলিই কেড়ে লও,
কি করিব, এ সব অসার,
কেবল দাঁড়াও প্রভু নয়ন ভরিয়া দেখি,
চিদানন্দ স্বরূপ তোমার।

পতঙ্গের পরিণয়।

১

পতঙ্গ জীবন কর পাঠ,
পত্রে পত্রে কত আছে লিখা
কাব্যের অমিয়ময় ছবি ;
স্বামী তার অনলের শিখা,—
সে অনলে সকল আহুতি,
ভোগ সুখ জীবন যৌবন,
অপার প্রেমের পারাবার,
নীরবে হৃদয় নিমগন।

২

শোনে না সে সংসারের বিধি,
মরতের শত অভিশাপ,
ফলাফল জানিতে চাহে না,
পতঙ্গ অনলে দেয় ঝাঁপ ;
দূরে যাক্ ফলাফল বাদী,
জগতের স্বার্থপর প্রাণী,
সে তো রে মরিতে জানে, তাই
শুনিয়াছে অমৃতের বাণী।
পতঙ্গের অনলের সহ
অবিনাশী বিবাহ বন্ধন,—

নৃত্য করে অমর অমরী
চরাচর আনন্দে মগন,
সাক্ষী তার অসীম বিমান,
কোটি কোটি গ্রহ তারাগণ,
পিতৃকুল ঊর্দ্ধবাহু হ'য়ে
আদি দেবে করিছে বন্দন।

৩

মহামন্ত্র করিছে ঘোষণা
সাক্ষী হ'য়ে রবি আর শশি,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে জাগে ধ্বনি,
আশীষ করিছে দেব ঋষি,
নীরবে দাঁড়ায়ে দিগাঙ্গনা
গম্ভীরে করিছে বেদগান,
ত্রিদিবের শান্তিময়ী দেবী
বিবেক শিখায় পরিত্রাণ।

৪

প্রকৃতির মঙ্গল মন্দিরে,
সুমধুর বাজে শত বীণা,
বহিয়া মলয় সমীরণ,
করিছে মঙ্গল আরাধনা ;
শুভদাতা পরম বিধাতা
নিজ হাতে করিছে বন্ধন,
ছিঁড়িবার স্বাধীনতা নাই,
নিত্যযোগে অনন্ত মিলন।

৫

বাহিরের বৃথা আড়ম্বর,
　　সাধক ভিতরে করে বাস,
হেরে কত নবীন উৎসব,
　　বাহিরেতে আভাস, আভাস ;
প্রশান্ত জলধি করে ধ্যান,
　　কোলে তার নগেন্দ্র নন্দিনী,
সেথা কি পবিত্র মহোৎসব,
　　মিলিত তাপস তপস্বিনী।

৬

এ মরতে পতঙ্গের কাছে,
　　অনন্তের খুলিছে দুয়ার,
লভিছে সে অসীম চেতন,
　　অনলে সঁপিয়া প্রাণ তার ;
জগত অতীত পানে আঁখি,
　　লক্ষ্য তার আপনারে দান,
শান্তিময় পরিণয় যোগে,
　　চিদানন্দে সঁপিছে পরাণ।

৭

যদি বিশ্ব ধ্বংশ হ'য়ে যায়,
　　লীন হয় কারণ সাগরে,
প্রলয়ের ভীষণ নিনাদ,
　　বাজে যদি সংহারের স্বরে,
তবু এই শুভ সম্মিলন,

বিচ্ছেদ বিনাশ কভু নয়,
নাহি তথা বাসনার লেশ,
নহেত ধূলির পরিচয়।
আধ আধ মিলনে পূর্ণতা
দুই রূপ পুরুষ প্রকৃতি,
সতী পতি মিলি যোগ ধামে,
চিনিছেন যোগেশ্বর পতি,

৮

ভাব তুমি বুঝিতে না পার,
তাতে মোর ক্ষতি কিছু নাই,
দাঁড়াও, অনল তুমি স্বামী
আমি ত মরিতে শুধু চাই ;
রাগ ল'য়ে হইব বৈরাগী,
না চাই বাণিজ্য বিনিময়,
সংসার বিকার অন্ধকারে
স্বরগের নহে পরিণয় ;
দাঁড়াও হে প্রাণ প্রিয়তম,
কি মধুর প্রিয় পরশন,
থাকি শত যোজনের দূরে,
অপরূপ নিয়ত মিলন ;
বার্ত্তাবহ তড়িতের মত,
সুধায় প্রাণের বিবরণ,
যেথা সেথা চলে যাই আমি
আনন্দে করিছে আলিঙ্গন।

বিদায়।

১

বিদায়, বিদায় এবে,
আর ত সময় নাই,
আকাশের পাখী আমি
আকাশে উড়িয়া যাই ;
আপনার লক্ষ্য পথে
চলিয়া যাইব একা,
জনমের তরে হায়
বুঝি এই শেষ দেখা।

২

রূপেরে বাসিনি ভাল,
ভাল বাসিয়াছি প্রাণ,
দাঁড়াইয়া মাঝ খানে
প্রেমময় ভগবান ;
কেবলই ভালবাসি
ভালবেসে সুখী হই,
নিশ্চয় জানিও মনে,
প্রেমের ভিখারী নই।
এসেছি প্রাণের টানে,
আসি নাই দিতে ব্যথা,

ইচ্ছা হয় না বলিও
একটি মুখের কথা ;
চরণে দলিয়া যাও,
দুখ নাহি পাই আমি,
নিশ্চয় জানিও তবু
আমার আমার তুমি।

৩

কঠিন আঘাত দাও
সুখে যদি থাক তুমি,
ইহ পরকালে সদা
তোমার তোমার আমি।
যত দুখ তাপ তব,
সকল আমারে দাও,
অনন্ত মঙ্গল পথে
ছায়ায় জুড়ায়ে যাও।

৪

হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ
বাঁধা আছে প্রাণে প্রাণে,
যেথা সেথা যাই কিন্তু
থাকিব একই স্থানে ;
শৈশবের এ বন্ধন,
যৌবনে অয়সময়,
বিধির হাতের পাশ
নিতান্ত সহজ নয়।

৫

উন্মাদ হৃদয় নহে
কঠোর সন্ন্যাসী আমি,
পাষাণে মধুর মূর্ত্তি,
শৈশব সুহৃদ তুমি ;
যতই মুছিতে চাই,
অধিক উজল হয়,
থাক তুমি চিরকাল
নিষ্কাম অমৃতময়।

৬

অকূল সংসারার্ণবে
অই ছবি পানে চাই,
অটল হিমাদ্রি সম
হৃদয়ের বল পাই ;
কাঁদিয়াছি বহু দিন
আর না কাঁদিব আমি,
বিচ্ছেদে মিলন ভাবি
আত্মা হবে স্বর্গগামী।

৭

সুদূর শিখরী হ'তে
দুইটি নির্ঝর আসি,
চলিছে সিন্ধুর পানে
জীবন তরঙ্গে মিশি ;
বাহিরের দেখা শুনা

বুঝি বা হবে না আর,
তথাপি মিলন কিবা
এ কি লীলা বিধাতার।

আত্মহারা।

১

আমি যারে ভালবাসি সই,
জান কি গো সে জন কেমন,
প্রাণ তার উদার, মহান্
সুবিশাল আকাশ যেমন।

২

সেথা নাহি রবি অস্ত যায়,
নিতিই নূতন পূরণিমা,
শশি তারা হেসে কহে কথা,
ঝরিয়া পড়িছে মধুরিমা।

৩

অতি শান্ত অতল অপার,
জ্ঞান তার সাগরের মত,
মধুর গম্ভীর তার শোভা
দানে আভা ভাব মরকত।

৪

এক দিন হেরে সে মাধুরী
ঝাঁপায়ে পড়িল মোর প্রাণ,

অকূলে সে গিছে হারাইয়া
অন্বেষিয়া না পাই সন্ধান।
ডাকি তারে কত বার আমি,
ঘরে আয় আয় তুই মন,
ওরে তোর এতই আনন্দ
আপনারে দিয়া বিসর্জ্জন।

৫

সে তো কভু শোনে না গো বাণী,
বুঝি আর হেথায় সে নাই
কোন্ দেশে গিছে সে চলিয়া,
বল গো কোথায় তারে পাই॥

দুঃখ পথে ।

চরণে দলিছ শত অশ্রু কণাগুলি,
খেদ মম নাহি কভু তায় ;
দহ এ তাপিত হৃদি কালানল জ্বালি,
শুধু সে যে মঙ্গল ধেয়ায় ।
যদ্যপি দুর্গম এই অরণ্য মাঝারে,
ব্যথা পাও কণ্টক আঘাতে,
লইবে সে শত স্নেহে হৃদয় মাঝারে,
দাসীরে স্মরিও দুঃখ পথে ।

জ্যোৎস্না ।

১

নিঝুম রজনী নিথর আকাশ,
ঘুমায়ে পড়িছে সব,
শুধু থেকে থেকে উথলে জোছনা,
ছড়ান নীরব রব ;
ঝলকে ঝলকে খেলায়ে বেড়ায়,
আপনার ভাবে ভোর,
কে তুই সরলে, কাছে এসে বালা
বল্‌রে—কি নাম তোর ?
দিগন্ত মাতিয়া জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না,
জগত গম্ভীরে কয়,

হৃদয় আমার করিছে উত্তর
কভু নয়, কভু নয়।

২

আয়রে সরলে আয়, স্বরগের দেবী তুই,
আমি তোরে ভাল ক'রে দেখি,
অসার দেহটি তোর দেখুক মাটির আঁখি;
ওরে তোর আত্মাময় প্রাণ!
বল্ সখি বল্ মোরে হরিলি কেমন করে
মায়ের আনন হ'তে মধুর কিরণ?
হ'লিরে প্রেমের প্রস্রবণ,
মানবের মহান্ জীবনে,
হ'লি তুই সাধনার ধন।
ডাকে তোরে কবির হৃদয়,
আয়রে অমরী তুই আয়,
সুখময় সৌরভ ছড়ায়ে
ছুটে যাবে সুশীতল বায়;
কে অইরে স্নেহময়ী
রেখেছে আবরি তোরে,
আয়রে বারেক তরে আয়,
অই খানে যেতে সাধ যায়;
সংসার যাতনা যত
ঘুমাইয়া প'ড়ে রবে,
শুধু মোরা জাগিব তথায়।

সুখচিন্তা

১

হবে হেন শুভ দিন আগত অবনীপুরে,
উদিত গগনে পাবন ভানু রে,
হাসিবে সুখ উষা সুমধুর ভাষিণী
বিমল প্রেমবাসে আবরি তনু রে,
ত্রিদিব উপবন শোভন রতন
ফুটিবে প্রসূন শত মাতি ধরণী রে,
দয়া ক্ষমা শান্তি সুললিত কান্তি
পুণ্যময় সৌরভে জগ-মোহিনী রে।

২

দূরে যাইবে তম তিমির গভীর,
নির্ম্মল সত্য প্রভা পরকাশ রে,
পাপ তাপ ছলনা মিথ্যা প্রবঞ্চনা
ছাড়িবে নীচ বাসনা সহ মোহপাশ রে,
ত্যজি অবনী ধাম দূরে যাইবে কাম,
ল'য়ে দুর্নিবার অযুত অনুচর রে,
কালান্তক সম লোভ দুরন্তর
চলি যাইবে দূর দূরান্তর রে।

৩

মাতিবে বিশ্বমন্দির নবীন উৎসবে,
হাসিবে নবরাগে প্রকৃতি সতী রে,

প্রেমোল্লাসে পূরিত অযুত নর নারী
উঠিবে কোটি কণ্ঠে নিখিলপতি স্তুতি রে,
বাঁধি অযুত হিয়া প্রীতি আলিঙ্গনে,
ছুটিবে অনন্ত উন্নতি পথে রে,
উচ্চ নীচ প্রভেদ রবে না ক্ষিতিতলে,
দুর্ব্বলে সবল ডাকি লইবে সাথে রে।

৪

ঘৃণা দ্বেষ আর রবে না অহঙ্কার,
লবে আনন্দে সবে পরপদ ধূলি রে,
পরার্থে জীবন সঁপি সার্থক করিবে দেহ,
স্বার্থপরতা ঘোর যাইবে চলি রে,
নহে রঞ্জিত ধরা জীব রুধিরে
নহে শ্রুত আর লোক গঞ্জনা রে
ধন মান গর্ব্ব দিবে জলাঞ্জলি,
হবে সবারি সেবাব্রত সাধনা রে।

কাজ।

১

যাহা পার তাহা কর কাজ,
কথার কি আছে প্রয়োজন,
অমূল্য সময় প্রতিপল,
নহে যেন বিফল কখন।

২

যাহা আছে তাহা শুধু দাও,
দেব দত্ত তিলার্দ্ধ শকতি,
হোক্ বটে অতি ক্ষুদ্রতম,
আশীর্ব্বাদ করিছে বসতি।

৩

অনাদরে কৃপাবিন্দু কণা,
যদি এবে ফেল শুকাইয়া,
চরমে কাঁদিবে হাহা রবে,
ঘোরতর মরু নিরখিয়া।

৪

দেহ তব খাটুক কেবল,
ইচ্ছার শুধুই পরিমাণ,
পিপীলিকা কোথা পাবে বল,
পরাক্রান্ত সিংহের সমান।

৫

দোঁহার সমান সমাদর,
বিধাতার স্নেহ নিকেতনে,
শুভ ইচ্ছা যদি সমতুল,
নিরমল প্রীতি থাকে মনে।

৬

না পড়ুক বিশ্বের নয়নে,
তাহে তব কিবা অপমান,
গোপনে খাটিয়া যাও চলি,
ক্ষুদ্র এ জীবন করি দান।

ধ্রুবতারা।

আকাশেতে ধ্রুবতারা করি নিরীক্ষণ,
সমুদ্রে নাবিক করে পথ নিরূপণ,
যায় বহু দূরে কত দেশ দেশান্তরে,
অতল পাথার যেথা কূল নাহি হেরে,
ধ্রুবতারা নিরখিয়া পথ নাহি ভুলে,
চলে যায় নিরাপদে তরঙ্গ হিল্লোলে;
জীবনের ধ্রুবতারা তেমতি ঈশ্বর,
নেহারিয়া পার হয় সংসার সাগর;
বিপদে সম্পদে সেই ধ্রুবতারা পানে,
নিরখিয়া যেই জন থাকে প্রাণপণে;
কভু না হারায় সেই সংসারের পথ,
অচিরে পূরণ হয় সাধু মনোরথ।

আশা।

নাথ হে, আমার তুমি জীবনের আশা,
প্রার্থনা অপর কিছুই নাই,
দুরন্ত তরঙ্গ রঙ্গে সংসার অর্ণবে
তুমি শুধু দাঁড়াবার ঠাঁই ;
অগণ্য সঙ্কট পূর্ণ বিপদ মাঝারে
তব পদ নিরাপদ ভূমি,
হে ত্রাতা, অভয়দাতা প্রভু কর্ণধার
কৃপা-তরী যাঁচি দীন আমি ;
সংসার ধূলিতে প্রাণ বড়ই মলিন
পথভ্রান্ত পরিশ্রান্ত অতি,
এসেছি আজিকে আমি চরণ আশায়
ছায়া দাও অগতির গতি ;
আশা মোর প্রাণনাথ জনমের মত
একেবারে তোমার হইব,
অরূপ মোহন শিব গম্ভীর স্বরূপে
আপনারে বিসর্জ্জন দিব।
অনিত্য অসার এই বিষয় মাঝারে
তুমি এক নিত্য নিরঞ্জন,
নশ্বর সংসার সুখ হলাহল সম,
অনশ্বর তুমি শান্তি ধন ;

নেহারিব যোগ নেত্রে যোগানন্দ রূপ
হে যোগেশ এই মোর আশা,
পান করি প্রেমামৃত অমৃত ভবনে
যেন মোর মিটয়ে পিপাসা।

বর্ষ-বিদায়।

১

স্মরণের দাগ রাখি
মরমের অন্তরালে,
বরষ ডুবিয়া গেল
অতল কালের জলে।

২

আশার প্রাসাদ কেহ
গড়িয়াছে নিশি দিন,
বরষ চলিয়া গেল,
সকলি করিয়া লীন।

৩

রাখি গেল কত গৃহে
রোদন নিনাদ ধ্বনি,
হাহাকার উর্দ্ধশ্বাসে,
সমুদিত দিনমণি।

৪

কত সতী পতিপ্রাণা
ভাসাইয়া শোকার্ণবে,
জীবন সর্ব্বস্ব হরি
বরষ চলিল এবে।

৫

স্বরগের পারিজাত
অফুটন্ত শোভাময়,
পথ ভুলে এসেছিল
সাজা'তে মরতালয়;

৬

জননীর স্নেহ-বৃন্ত
মুহূর্ত্তে ছিঁড়িয়া হায়,
হানি হৃদে শোক-শেল.
কাড়িয়া লইল তায়।

৭

নির্ম্মল গভীর প্রেম
ভ্রাতায় ভ্রাতায় কত,
বহিত সে নিকেতনে
সুখের নিঝর শত।

৮

আজিকে শ্মশান সেথা,
তিমিরে আবরি পুরী,
নিঠুর বরষ হায়
সোদরে লইল হরি।

৯

নিরমল কত হৃদি
পূর্ণ চির সরলতা,
বিমুক্ত বায়ুর সম,
উড়িছে আকাশ যথা।

১০

জানেনা সে সংসারের
জটিলতাময়ী ভাষা,
অনন্তের পানে আঁখি,
অন্তরে অসীম আশা।

১১

যেন রে অচেনা তায়
এ দেশের রীতি নীতি,
অজ্ঞাত জীবের কোন,
ভ্রমে যেন হেথা গতি।

১২

রাখে না আকাঙ্ক্ষা কোন,
সবাকারে করে স্নেহ,
অসীম ব্রহ্মাণ্ডে এই
ভাবে আপনার গেহ।

১৩

সংসার ধূলিতে সেই
কোমল পবিত্র প্রাণ,
দলিত চূর্ণিত করি,
বরষের সমাধান।

১৪

আবার আবাসে কত
সুখের ললিত গাথা,
রাখি গেল বিদূরিয়া
বহু হৃদয়ের ব্যথা।

১৫

সাধিতে জীবন ব্রত,
কত যে মহৎ প্রাণ,
সেবিতে স্বদেশ পদ
করিছে জীবন দান।

১৬

হ'য়ে পূর্ণ মনোরথ,
কত যোগী ব্রতী যতি,
সিদ্ধিদাতা শুভদাতা
বর্ষান্তে করিছে নতি।

১৭

সুখাতীত দুখাতীত
জিনি বেশ কালাতীত,
প্রণমি সে দেবে গাই
শেষ বিদায়ের গীত।

মরণ।

১

যদি মোর হয় পরাজয়
সংসারের সহ করি রণ,
জীবনের অভিধানে এক
লভিব যে দুরন্ত মরণ।

২

প্রতিকূল সময় অঙ্গনে
নহে যদি বিজয় আত্মার,
জীবনের কোন্ প্রয়োজন,
বৃথা এই বহি দেহ ভার।

৩

চলিয়াছি সংসারের স্রোতে,
লাগে অঙ্গে শত ঊর্ম্মিমালা,
বহি তরী অনুকূল বাতে
সঙ্গে যদি হয় এই খেলা।

৪

দূরতম লক্ষ্য ধ্রুবতারা
হারায়ে যে ভ্রমিব কোথায়,
দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের মত,
অনন্তের মহান্ বেলায়।

ঘূর্ণিত অসীম মহাকাল,
　　সাথে সাথে ঘুরিছে মরণ,
অকস্মাৎ হেরিব তরাসে
　　গ্রাসিতে করিছে আয়োজন।

৬

অস্থি মাংস মিশুক ধূলায়,
　　তাহে মোর খেদ কভু নয়,
প্রভু গো, মৃত্যুর সহ এই
　　যেন মোর নহে পরিচয়।

৭

আজীবন রহি রণস্থলে,
　　যুঝি যুঝি ফুরা'ক সময়,
তবু এই মরণের সহ
　　যেন মোর নহে পরিচয়।

৮

রক্ষা কর ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর,
　　এ ব্রহ্মাণ্ড মরণের হাতে,
সবে যা'ক বিজয় উল্লাসে,
　　মৃত্যুহীন জীবনের পথে।

অমৃত।

১

হে আত্মন্ সদানন্দে কর আস্বাদন,
প্রেমের অমৃত কণা মধুর বিমল,
পরশ মাণিক প্রেম পরশিয়া লৌহ হেম,
যোগ বৃক্ষে নিত্য ফল কল্যাণ কারণ,
ডালে বসি প্রাণপাখী ভুঞ্জহ কেবল।

২

ঐই দেখ বিষপানে কত শত প্রাণী,
কেহ আছে অর্দ্ধমৃত কেহ অচেতন,
আত্মজ্ঞান পরিহরি আপনারে হত্যা করি,
চিন্তার অনলে হায় দহিছে অবনী,
মোহ জালে সুখ আশা বৃথা অন্বেষণ।

৩

যেথা জ্ঞান দৃঢ়তর নিরাপদ ভূমি
সাধনার পত্রাবৃত কুঞ্জ নিকেতন,
নামের বাঁধিয়া নীড় বসে আছে কত ধীর,
ত্যজি মায়া কোলাহল সেথা থাক তুমি,
হে হৃদয় বিভুগুণ করিয়া কীর্ত্তন।

৪

ছাড়ি এ অমৃত আর কি তোর বাসনা,
মর্ত্ত্যলোকে হবে যদি অমর অজর,

কর সে অমূল্য ধন রসনায় আস্বাদন,
ঘুচে যাবে থাকে যদি সংসার যাতনা,
না রহিবে কভু আর শমনের ডর।

স্মৃতি।

১

কেহত জাগেনা এবে
ঘুমাইছে চরাচর,
গভীর নিস্তব্ধ বিশ্ব,
উঠে না একটি স্বর।

২

সারাদিন লুকাইয়া
হৃদয়ের গুরু ভার,
যেন শতগুণ গুরু,
বহিতে পারি না আর।

৩

ক্ষুদ্র মানবের কাছে
গাইলে জীবন গান,
নিদয় সংসার এই,
শীতল হবে কি প্রাণ।

৪

এ সময়ে আয় স্মৃতি,
তুইত অমর পরী,
সুখ দুখ বিবর্ত্তনে
জীবনের সহচরী।

৫

কালের অতল গর্ভে
কত বর্ষ চলি যায়,
কি এক অজ্ঞাত রাগে,
হৃদি-তন্ত্রী কে বাজায়।

৬

প্রচ্ছন্ন যে ভাব-নদী
শিলাগৃহে আবরিত,
সে গানে ভাঙ্গিয়া বাঁধ
ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসিত।

৭

দুখ তপ্ত মরমের
প্রবাহিত অশ্রু-বারি,
সতত মুছাও তুমি
করুণা মূরতি ধরি।

৮

দুরন্ত সংসার ক্ষেত্রে,
ক্ষুদ্র জীবনের 'পরে
কত বজ্র ঝঞ্ঝাবাত
ক্ষণে বহিয়াছে শিরে।

৯

ছিঁড়িয়াছে লতা গুল্ম,
ভাঙ্গিছে পাদপ শাখা,
ছিন্ন প্রস্ফুটিত পুষ্প,
ঝলিছে বিদ্যুৎ শিখা।

১০

এক খানি শান্তিপূর্ণ,
স্নেহপূর্ণ হেরি মুখ,
ভুলিতাম অবসাদ
শতেক সঙ্কট দুখ।

১১

শারদ চন্দ্রমা শোভি
চন্দ্রিকা রাশির মত,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দিত
আনন্দ প্রবাহ কত।

১২

স্মৃতির অক্ষয় পটে
আজি সে অক্ষয় তারা
পাই অভিনব জ্যোতি
নাহি হই পথ হারা।

১৩

শয়নে স্বপনে, কিবা
কর্ম্মক্ষেত্রে জাগরণে,
নিরখিয়া নিশি দিন,
দৈববল পাই মনে।

১৪

স্বপ্ন রাজ্যে যেন কোন,
গাইত দেবতা আসি,
স্বর্গীয় মদির গীতে,
জগত যাইত ভাসি।

১৫

জীবন উদ্যান মাঝে

জীবন্ত বসন্ত মোর,

পরাইত প্রতিদিন

নবীন প্রসূন ডোর।

১৬

সে বসন্ত নহে ম্লান,

নিদাঘের রবি করে,

ইন্দ্রজাল মায়া বলে,

অনন্ত জীবন ধরে।

১৭

দেশাতীত কালাতীত

সীমা শূন্য এক লোক,

শিখায় পশিতে তথা

এড়াইয়া দুখ শোক।

১৮

আয়, আয়, সুখময়ী

গাই সে অমিয় গাথা,

পলকের তরে আজ,

জুড়াই মরম-ব্যথা।

১৯

শান্তি স্বরূপিনী দেবী,

তুইত সাধের স্মৃতি,

সুস্বরে বীণাটি ধরি

গাও গো অতীত গীতি

বিঘ্নপথে।

১

হা হৃদয় তোর তরে কে রাখিবে দয়া ক'রে,

পুষ্পে বিরচিয়া সারা পথ,

উত্তপ্ত তৃষিত কণ্ঠে কে দিবে সুস্নিগ্ধ বারি,

স্নেহময়ী জননীর মত ;

কিবা কেহ কোলে ক'রে নিয়ে যায় ও প্রান্তরে,

মৃত্তিকায় চরণ না পড়ে,

তবেত চলিতে পার, সঙ্কটেরে ভয় কর,

ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তোরে।

২

বিধির ইঙ্গিত ল'য়ে কর্ত্তব্য সাধন পথে,

বীর যে, সে বিপদ না গণে,

ঊর্দ্ধমুখে সদাগতি না চাহে পশ্চাৎ পানে,

কণ্টক বা বাজুক চরণে।

রুধিরের স্রোত বহে আনন্দে ভকত সহে,

সে রক্তে বিশ্বের পরিত্রাণ ;

ল'য়ে সে শোণিত বিন্দু আদরে করুণাসিন্ধু,

জগতেরে করে সম্প্রদান।

৩

দাবাগ্নি জ্বলুক পথে, শত দগ্ধ পদে পদে,
বীর তাহে করে ঝম্পদান,
সাধুর লইয়া ভস্ম অক্ষয় সমাধি স্তম্ভ
নিজ হাতে গঠে ভগবান।
স্মরণের অগ্নি-শিখা জ্বলন্ত অক্ষরে লিখা
সে স্তম্ভেতে প্রভুর খোদিত,
সকলি নশ্বর হেথা 'অমর কেবলি প্রেম,'
প্রকৃতির কণ্ঠে এই গীত।

পতন।

১

ছিলে তুমি শক্তিশালী দেশ হিতে ব্রতী,
ছিলে তুমি সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে কৃতী,
ভ্রমিতে শিখরী শিরে,
কোন্ অভিশাপ ভরে,
হায়, হায়, অকস্মাৎ এত অবনতি,
কেমনে হইল আহা এমন দুর্গতি।

২

কেমনে হইল আহা স্খলিত চরণ,
জান নাকি গিরিপথ দুর্গম কেমন,
অতি তীক্ষ্ণ খর ধার,
সোপানেতে তরবার,

সাবহিতে পান্থ তাহে করে আরোহণ,
এ পথের নৃপতির নিয়ম এমন।

৩

দু'ধারে কণ্টকাকীর্ণ ঘোরতর বন,
স্থানে স্থানে আছে কত গহ্বর ভীষণ,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে কোলাকোলি,
রচিত প্রস্তরাবলী;
মাঝে পথ ক্রমে ঊর্দ্ধে করিছে গমন,
একটু ঘটিলে ভ্রম মুহূর্ত্তে পতন।
মুহূর্ত্তেকে ব্যর্থ নাকি কঠোর সাধন,
মুহূর্ত্তে বিনাশ নাকি যতনের ধন,
যে প্রদীপ ছিল হাতে,
দারুণ সংসার বাতে,
কেমনে সহসা তাহা হ'ল নির্ব্বাপণ,
সহসা কেমনে আহা হইল পতন ?

৪

যে পেয়েছে বিধাতার দারুণ লাঞ্ছনা,
হায়রে কেন বা তারে ধরার গঞ্জনা,
সগতনে দয়া করি,
লও তারে করে ধরি,
কোমল পরশে তার ঘুচাও বেদনা,
দাও তারে সুমধুর আশার সান্ত্বনা।

৫

আহা কি জ্বালায় তার ফেটে যায় প্রাণ,

কণ্টক প্রস্তরাঘাতে ক্ষত শত খান,
স্নেহময় কোলে তুলি,
আপন সোদর বলি,
আপনার দীপ হ'তে আলো কর দান,
মানুষের মন কভু নহেত পাষাণ।

এ আঁখির কোন্ প্রয়োজন ?

গিরি হ'তে ঝর ঝর ঝরে,
নির্ঝর ঝরিছে অনিবার,
কল কল ছুটিছে কল্লোল,
তটিনীর সুবিমল ধার।
নব-শ্যাম জলধর হ'তে,
ঝরিতেছে সুশীতল বারি,
ভাব তাঁরে, অবোধ হৃদয়,
প্রেমময় প্রেমের লহরী ;
স্বন্ স্বন্ বহিছে সমীর,
ছুটিছে পাখীর গীতাবলী,
ওই যে কুহরে মধু সখা,
গুন্ গুন্ গুঞ্জরিছে অলি,
শোন নাকি বধির শ্রবণে,
তাহে মোর নাথের সঙ্গীত,
নাচে নাকি সাথে সাথে তার,
পাষাণ কঠিন মোর চিত্ত।

ওই যে বিটপী শোভে শত
শ্যাম দেহে ললিত বল্লরী,
পত্ররাজি পল্লবে শোভিছে
অভিনব প্রফুল্ল মঞ্জরী ;
দেখে নাকি তাহে তোর আঁখি,
বল্লভের মধুর আনন,
আঁখি যদি না হেরে সে রূপ,
এ আঁখির কোন্ প্রয়ে

বৃন্তহারা ফুল।

১

কোন্ স্বরগের তুই বৃন্তহারা ফুল,
ফুটেছিলি সংসারের কোলে ;
কোন্ দেবতার তুই সাধনার ধন,
এসেছিলি হেথা পথ ভুলে ?
মুহূর্ত্ত সৌরভ ভরে কানন মুগধ ক'রে
মুহূর্ত্ত ফুরাতে তোর ফুরা'ল জীবন।
সহিল না অবনীর রবি, প্রখর এ মরতের তাপ-
জীবনের নব তান, হয়ে গেল তিরোধান,
নবীন প্রসূন ফুল্ল হারা'ল চেতন।
শত আঁখি শত বাহু ছিলরে প্রহরী তোর,
অচ্ছেদ্য বন্ধনী শত অসীম স্নেহের ডোর,

ছিন্ন করি এ বন্ধন আজি মায়া নিকেতন,
কেমনে কোথায় বালা করিলি প্রয়াণ,
উজলিলি কোন লোক, কাহার উদ্যান;
ভীম প্রভঞ্জন ভরে, ছিঁড়ি বল্লী তরুবরে,
ছিঁড়ে বৃন্ত নিয়ে তার প্রস্ফুট মঞ্জরী,
যথা নিয়ে ফেলে কোন দূর বনপুরী,
তেমতি কালের ঝড়ে ছিঁড়িল সহসা তোরে,
কাঁদিছে হারায়ে শোভা শূন্য এ মন্দির,
কাঁদিছে প্রকৃতি শোকে যেন রে অধীর।

২

কে রাখে মরতপুরে স্বর্গের বালিকা,
কে রাখে বন্ধন ডোরে শারদ বিশদ রাকা;
ছিলিরে যাঁহার বালা বিচরিছ তাঁর কোলে,
কেনরে কাঁদিছে প্রাণ সংসারের উপকূলে;
উদ্যান পালক আমি, যিনি সে উদ্যান স্বামী,
তুলে নিয়ে যান সাথে সাধের কলিকা,
কে রাখে ধূলির পরে দেবের বালিকা?
এ ক্ষুদ্র সংসার ত্যজি সে মহান্ কোলে আজি,
জীবন তটিনী তোর মহা পারাবারে,
লভিছে বিরাম আজ চিরশান্তি নীরে।
যাও রে ত্রিদশ ফুল ত্রিদশ বিপিনে,
যাও রে সে মন্দাকিনী তটিনী পুলিনে,
সংসারের ধূলি খেলা সাঙ্গ তোর ভব মেলা
যাও সেই প্রেমময় সুধাময় বাসে;

যাও সেই নিত্যধামে করে ধরি মগ্ন প্রেমে,
লইবে অমর বালা অসীম উল্লাসে,
হায় রে রাখিলে হেথা নিদারুণ মর্ম্মব্যথা
মধুময়ী স্মৃতি সহ অশ্রু দীর্ঘ শ্বাসে।

প্রাণ-পাখী।

১

চলেছে ছুটেছে বেলা জীবনের পারাবারে,
পাখিরে, ছুটিয়া যাও, অনন্ত আকাশ'পরে,
ত্যজিয়া মরত ধাম,
ছুটে যাও অবিরাম,
যেখানে নির্ম্মল বায়ু দিবা নিশি খেলা করে;
এই তোর ভাঙ্গিনু পিঞ্জর,
কাটিনু রে লোহার নিগড়,
যোগ পক্ষে ক'রে ভর, উড়ে যাও নিরন্তর,
উল্লাসে লইবে তোরে অসীম বিমান,
উন্মুক্ত গগন তোরে করিছে আহ্বান।

২

প্রশান্ত উদার অই মহাস্তব্ধ চিতাকাশ,
জ্যোতির তরঙ্গ তাহে শত রবি পরকাশ,
চিন্ময় শশাঙ্ক তারা,
ঢালিছে অমৃত-ধারা,
সে রশ্মি সাগরে লভি নবীন কিরণ রাশি,
হেরিবি নবীন বিশ্ব শোভাময় অবিনাশী,

অমৃতের শিশু তুই পাখি,
চলে যা মরণ হেথা রাখি,
রোগ শোক তাপ মাখা, সংসার আঁধারে ঢাকা,
ধরাতে পড়িয়া থাক্ ধরার জীবন,
ছুটে যা বিহঙ্গ ল'য়ে অক্ষয় চেতন।

৩

অই শোন্ মোক্ষ-ধামে বাজিছে বাঁশরী বীণা,
ডাকিছে মোহন তানে অই শোন্ সুরাঙ্গনা,
ডাকিছে জীবন-সখা,
সুধার লহরী মাখা,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভেদি শ্রবণে পশিছে নাদ,
চলে যা পলকে পাখি দূর হ'ক অবসাদ,
মাটির সলিল সমীরণ,
করে না হৃদয় বিনোদন,
মাটির ইন্দ্রিয়গণ রোক্ হেথা অচেতন,
চল সেই অতীন্দ্রিয় লইয়া নয়ন,
যে আঁখি হেরে সে রূপ ভুবন-মোহন।

৪

অতি দূর দূর হ'তে হেরিবি অবনীতল,
ধূলার আঁধারে জীব করিতেছে কোলাহল,
অন্ধ হ'য়ে কাঁদে জীব পথহারা জ্ঞানহারা,
কোথা শান্তি, কোথা শান্তি, কোথা সেই ধ্রুবতারা,
স্বর্গের শিশির করি পান,
পাখিরে বাঁচিবে তোর প্রাণ,

লভি ব্রহ্মানন্দ সুধা, পলকে মিটিবে ক্ষুধা,
প্রেম-মন্দাকিনী-নীরে করিবিরে স্নান,
উড়ে যারে প্রাণপাখি, ক'রে নাম গান।

ছিন্নতন্ত্রী।

১

ছিঁড়িয়াছে হৃদয়ের তার,
আর কেন দিতেছ ঝঙ্কার,
ভাঙ্গা তন্ত্রী ল'য়ে এই অসীম প্রান্তর 'পরে,
ঘুরিতেছি নিশি দিন অতি দূর—দূরে দূরে,
শূন্য শূন্য মহাশূন্য শুধু বাহু পসারিয়া,
আহ্বান করিছে মোরে দুখের নিস্বন নিয়া।

২

এ ভাঙা তন্ত্রীতে কেন আবার দিতেছ ভর,
নীরব এ ছিন্ন তারে জাগে কি না জাগে স্বর,
এ কি ভ্রম, এ কিরে সাধনা,
আর কার করিস্ কামনা,
থাম্, থাম্ হা অবোধ আর না গাহিবে গান,
মধুর পঞ্চম রাগে আর না তুলিবে তান।

৩

ডুবেছে দিগন্ত অই দেখ ঘোর অন্ধকারে,
তামসী ভ্রূকুটী করি করে গ্রাস চরাচরে,

ডুবে গেল সুধাকর রবি,
লুকায়েছে প্রকৃতির ছবি,
দূর গগনের পরে মধুর কিরণ ধ'রে,
আশার প্রদীপ সম একটি তারকা ছিল,
জীবন কালান্ত কাল জীমূত যবনী জাল,
মহাব্যোম পারাবারে পলকে ডুবিয়া গেল।

৪

বিশাল প্রান্তরে এই করে হিয়া হাহা ধ্বনি,
সীমা হ'তে সীমান্তরে ঘোষে তারে প্রতিধ্বনি,
শুনিনা ত একটি আরাব,
সুগভীর নিস্তব্ধ সব,
যে দিকে ছুটিয়া যাই কেহ নাই, কেহ নাই,
কে আছে লইবে মোরে,
স্নেহময় করে ধ'রে,
[illegible] দিবে করুণা অমৃত বারি,
[illegible] কেন এ ধূলার পরে,
[illegible] রচিয়া ভিত্তি তুলিস্ আশার ঘর,
মুহূর্ত্তেকে [illegible] পলকের নাহি ভর।

৫

সব যদি চলে গেল ফেলে গেল মোরে হায়,
যাহার ছায়ায় যাই সব ছায়াবাজী প্রায়,
সব যদি কেবলি চঞ্চল,
[illegible]থায় রয়েছি কেন বল,

ছাড়ি এ জগত, মাটির জগত,
চল্‌রে উড়িয়ে সেথা যাই,
স্নেহের তরঙ্গ ধরি বহে যাঁর শান্তি বারি,
ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বের যত ডুবিয়া লইছে ঠাঁই।

৬

জগত অতীত স্থান, কোটি কল্প সমাধান,
নীরবে অমরবৃন্দ পদতলে করে ধ্যান,
যেথায় নবীন রবি, হাসিছে নবীন শশী,
নবীন চন্দ্রিকা খেলে সুধার তরঙ্গে মিশি,
অনন্ত ভুবন জাগে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়,
যথায় কামনা শান্ত, শান্তিধাম বরাভয়,
কি অভাব, কি বা তোর ভয়,
চল তথা লইব আশ্রয়।